নাটক ও নাটকের অভিনয়
ও
অন্যান্য প্রবন্ধ।

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক
শ্রীঅবনিনাথ ভট্টাচার্য্য
১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস, সি, চৌধুরী,
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৯নং কালিদাস সিংহের লেন্।
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পিতৃদেব ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয় এক সময়ে এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সেই সময়ে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর সেগুলি আর প্রকাশিত হয় নাই। তাহা হইতে চারিটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল।

এরূপ প্রবন্ধের পাঠক সংখ্যা পূর্ব্বে অল্পই ছিল, এখন সাধারণ পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদেরও সংখ্যা বাড়িয়াছে এইরূপ বিবেচনায় এই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে কয়েক মাস পূর্ব্বে উদ্যত হই। কিন্তু নাটক ও নাটকের অভিনয় নামক যেটী প্রধান প্রবন্ধ, তাহাতে দীনবন্ধুবাবুর সধবার একাদশীর বিস্তৃত সমালোচনা থাকায়, এবং পুলিশ সধবার একাদশীর প্রচার নিষেধ করায়, তখন বিরত হই। এক্ষণে পুলিশের সে আদেশের প্রত্যাহার হইয়াছে। পুলিশের এইরূপ আদেশ প্রচার এবং তাহার বিরুদ্ধে দেশের বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের অভিযোগ, ও তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সে আদেশের প্রত্যাহার হইতে ইহা বুঝা যায়, যে সধবার একাদশী গ্রন্থের যথার্থ গুণাগুণ

অনেকে বুঝিলেও, বুঝেন না এমনও অনেকে আছেন। এই সমালোচনাটি প্রকাশ করিলে সধবার একাদশী বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হইবে, এবং ইহার প্রচারদ্বারা সধবার একাদশীর প্রকৃত সমাদরের বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

১০৬।৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রাবণ, সন ১৩২৭ সাল।

শ্রীঅবনিনাথ ভট্টাচার্য্য

OPINION.

The work of Khetranath Bhattacharya on the subject of Drama and Dramatic Representation is written in a lucid, erudite style and full of thoughts and ideas that reminds one of Hazzlitt's treatise in English. The author has successfully shown that such a thoughtful exposition is possible in Bengali. It seems to me that it is a rare and well written Text-book on the subject of drama and far fuller and more detailed and definite than any thing we find in Sanscrit rhetorical works.

Calcutta.
June 1920.

KRISHNA KAMAL BHATTACHARYA
Late Principal, Ripon College.

নাটক

ও

নাটকের অভিনয়।



এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ নাটক-বচনায় এরূপ প্লাবিত হইতেছে, এবং চারিদিক হইতে নাটকাভিনয়ের ধ্বনি এরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, নাটক রচনার ও নাটকাভিনয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে সে আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নহে। কাব্য রচনা সামান্যতঃ চারি প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা গীতিকাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস ও নাটক। গীতি-কাব্যের ও মহাকাব্যের কথা এস্থলে উঠাইবার প্রয়োজন নাই, গীতিকাব্যের ও মহাকাব্যের প্রকৃতি নাটকেব প্রকৃতি হইতে এত ভিন্ন, যে তাহাদের আলোচনায় নাটকের প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবার প্রসক্তি নাই। নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের কতক সাদৃশ্য আছে, এই নিমিত্ত নাটকের প্রকৃতির নিরূপণ স্থলে উভয়েরই উপাদান সামগ্রীর আংশিক বা বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন হইবে।

নাটক ও উপন্যাস ।

নাটক ও উপন্যাস উভয়ই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত হয় ; এই নিমিত্ত উপাখ্যান গত পারিপাট্য উভয়েই থাকা আবশ্যক। উভয়ের মধ্যে নিত্য সাদৃশ্য এই। নাটক ও উপন্যাস এ দুয়ের মধ্যে নৈমিত্তিক সাদৃশ্যও থাকিতে পাবে। নাটকের উপাখ্যান সম্ভবানুযায়ী হওয়া চাই, উপন্যাসের উপাখ্যান সম্ভবানুযায়ী হইতে পারে, অসম্ভব অর্থাৎ অদ্ভুত-রসাত্মকও হইতে পারে। নাটকের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি থাকা চাই, উপন্যাসে সেরূপ না থাকিলেও চলে। নাটকের ঘটনাপরস্পরার দ্বারা নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিতে হয়, উপন্যাসে সে প্রকৃতি কিরূপে নানা উপাদান সহযোগে উত্তরোত্তর সংরচিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্তও দেখাইতে পারা যায়। অশুভশেষ নাটকের ঘটনা পরম্পরা আদ্যোপান্ত দৈবদুর্ব্বিপাক রূপ সূত্রে গাঁথিতে হয়, অশুভশেষ উপন্যাসের উপাখ্যান মানবসংঘটিত বা অকস্মাৎ দৈব দুর্ঘটনায় সহসা পরিসমাপ্ত হইতে পারে।

এই কয়েক বিষয়ে উপন্যাস নাটকের লক্ষণ ধারণ করিতে পারে, এবং ধারণ করিলে অতি রমণীয় হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া উপন্যাসের পক্ষে এ সকল লক্ষণ এককালে অপরিহার্য্য নহে।

নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে যে নিত্য বৈষম্য আছে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। নাটকে নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বয়ং বক্তা, উপন্যাসে গ্রন্থকারই প্রধান বা একমাত্র বক্তা।

এই নিত্য বৈষম্য হইতে আর একটী গুরুতর নৈমিত্তিক বৈষম্য জন্মে। নাটক রচয়িতা দর্শকমণ্ডলীর অলক্ষিতে থাকিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারেন, উপন্যাস রচয়িতাকে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে আসিয়া ইন্দ্রজাল পুনঃ পুনঃ বিস্তারিত ও পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচিত করিতে হয়। নাটক রচয়িতা কল্পিত জগতের সৃষ্টি করিয়া তথায় দর্শকমণ্ডলীকে প্রারম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ রাখিতে পারেন, উপন্যাস রচয়িতাকে এই জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে স্বকীয় শ্রোতৃবর্গকে পুনঃ পুনঃ ছাড়িয়া দিতে হয়। নাটক রচয়িতা আপনার কল্পনাযন্ত্র উচ্চে চড়াইয়া বাঁধিতে পারেন, উপন্যাস রচয়িতাকে সে যন্ত্র নামাইয়া বাঁধিতে হয়। নাটকের রস বিশেষ গাঢ় হইতে পারে, উপন্যাসের রস অপেক্ষাকৃত তরল না করিলে চলে না।

অতএব পাঠকবর্গ দেখিবেন, নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে লক্ষণ বিশেষে নিত্য সাদৃশ্য আছে, লক্ষণ বিশেষে নিত্য বৈষম্য আছে, লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। যে সকল লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য বা সাদৃশ্য ঘটিতে পারে, তাহার অধিকাংশেই উপন্যাস রচয়িতার সুবিধা অধিক, অল্পাংশে নাটক রচয়িতার সুবিধা অধিক। উপন্যাস রচয়িতা কেবল উপাখ্যানটী পরিপাটী করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে তাহাতে রসের প্রগাঢ়তা ভিন্ন, নাটকের অন্য তাবৎ লক্ষণ দিতে পারেন। নাটক রচয়িতাকে উপাখ্যানের পারিপাট্য করিতে হয়, এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকটী ভূষায় স্বরচিত কাব্যকে অলঙ্কৃত করিতে হয়;

কেবল রসের প্রগাঢ়তা বা তরলতার অংশে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নিজায়ত্তি থাকে এই মাত্র। অল্প কথায় বলিতে গেলে উপন্যাস রচনাস্থলে কবির অবশ্য কর্ত্তব্য অনেক, নাটক রচনাস্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য বহুবিধ।

নাটক ও উপন্যাস উভয়ের মধ্যে এই লক্ষণ ভেদ কেবল এক কারণেই উদ্ভূত হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস শ্রব্যকাব্য। নাটকের অভিনয় দেখিতে হয়, উপন্যাস পড়িতে বা শুনিতে হয়। অভিনয় একাসনে বসিয়া না দেখিলে রসভঙ্গ হয়, উপন্যাস আদ্যোপান্ত একাসনে শেষ না করিতে পারিলেও তত হানি নাই। আবার, অভিনয় ও অভিনয়ের উপকরণের আয়োজনে সময় লাগে, উপন্যাসের শ্রবণে বা অধ্যয়নে মধ্যে মধ্যে বিরামের আবশ্যকতা নাই। এই প্রযুক্ত নাটকরচনা সংক্ষেপে হওয়া চাই, উপন্যাস অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলেও হানি হয় না। নাটকের অভিনয়ে চিত্রপট ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্যোপকরণের সহায়তা থাকে, নাটকরচনা সংক্ষেপে সম্পন্ন হইতে পারে। উপন্যাসে কবিকে কেবল বাগ্‌বিস্তারদ্বারা দেশ কাল মুদ্রা প্রভৃতি রসোদ্দীপক উপকরণের সৃষ্টি করিতে হয়, উপন্যাস সুতরাংই বৃহৎ হইয়া পড়ে। নাটক কেবল স্থূল স্থূল সারবান ব্যাপারে রচিত হওয়া উচিত; উপন্যাসে এ নিয়মের শৈথিল্য হইলে হানি নাই, এবং স্থল বিশেষে হওয়াও আবশ্যক।

নাটক দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস শ্রব্যকাব্য। যে সকল ব্যাপারের প্রতিকৃতি চক্ষে দেখা যায়, যাহার অভিনয় মানুষে করে, তাহা

সম্ভবানুরূপ হওয়া বিধেয়। যাহা শুনা যায়, তাহা অদ্ভুত হইলেও হানি নাই। যাহার অভিনয় মানুষে করে, যাহাতে সাংসারিক ব্যাপারেরই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, তাহার নায়ক প্রভৃতি পাত্র-গণের মানবোচিত প্রকৃতি থাকা আবশ্যক। যেখানে মানবোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন নানা ব্যক্তির কল্পনা থাকে, এবং সেই ব্যক্তিগণ আপনাপন প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচরণ করি-তেছে এরূপ বর্ণনা থাকে, সেখানে তাহাদেব প্রত্যেকের প্রকৃতি প্রত্যেকের ব্যবহারের অনুরূপ হওয়া বিধেয়। নাটক সংক্ষেপে ও সারবান ব্যাপারে রচিত হওয়া উচিত, নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণেব প্রকৃতি বিবিধ উপাদান সহযোগে ক্রমে রচনা করিবার স্থল নাটকের মধ্যে হইতে পারে না। অশুভশেষ নাটকের রস অতি প্রগাঢ়। সেরূপ প্রগাঢ় রসাত্মক রচনা মানবসংঘটিত বা অকস্মাৎ দৈবদুর্ঘটনায় পরিসমাপ্ত করিলে নিতান্ত কৃত্রিমের ন্যায় দেখায়, সুতরাং রসভঙ্গ হয়। উপন্যাস অপেক্ষাকৃত পাতলা জিনিস, তাহাতে সেরূপ কৃত্রিম ভাব থাকিলেও চলিতে পারে, তথাপি তাহাও একটী ত্রুটির মধ্যে গণ্য হইবে।

পাঠকগণ দেখিবেন, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে ভেদ নির্ব্বাচনের সঙ্গে নাটকের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে। ফলতঃ একমাত্র কারণে নাটকের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া দেয়। সে কারণ, নাটক দৃশ্যকাব্য। পাঠকগণ নাটকের উল্লিখিত লক্ষণগুলি মনে রাখিয়া বিচার করিলে আরও দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালা ভাষাতে অদ্যাপি একখানিও নাটক রচিত হয় নাই।

নাটক নামে যে রাশি রাশি গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়া পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, তাহার সকলগুলিই উপন্যাস মাত্র, এবং সকলগুলিও সুরচিত উপন্যাস নহে।

নাটকের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে তাহাদের বিশেষ বর্ণনা করিতেছি।

উপাখ্যান।

নাটকের উপাখ্যান,—সর্ব্বপ্রকার কাব্যরচনারই উপাখ্যান—অনতিবৃহৎ ও অনতিকালব্যাপক হওয়া বিধেয়। উপাখ্যান অতি বৃহৎ বা বহুকালব্যাপক হইলে তাহার রসের পূর্ণোপলব্ধি হইবার ব্যাঘাত জন্মে; এবং অতি ক্ষুদ্র বা অত্যল্পকালব্যাপক হইলে তাহার রসের পুষ্টি সাধন হয় না। উপাখ্যানের আয়তন এমন হওয়া উচিত যে, যেন তাহাতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মন ঠিক ভরাট হইতে পারে, অধিক ছোট হইলে মনে খালি থাকে, অধিক বড় হইলে মনে তাংড়ায় না। এই কথাটী পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রসের বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। যে প্রতিমা অতি বৃহৎ হয়, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম শোভনীয় হইলেও তাহা অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। পদ্মানদীকে কেহ কখনই রমণীয় বলে না। অকূল জলধি অদ্ভুত রসোদ্দীপক বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। আবার, অতি ক্ষুদ্র প্রতিমা বা ক্ষুদ্র নদী স্বয়ং কখনই মনোহর হইতে পারে না; ইহারা দেখিতে ভাল হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিমায় বা

প্রকৃতিদেহের অপেক্ষাকৃত আয়ত ছবির উপকরণস্বরূপ হইয়াই ইহারা সুন্দর হয়। রসনেন্দ্রিয়ের ভোগসুখসম্বন্ধেও এই নিয়ম দেখা যায়। তবে রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে এমন অল্প দ্রব্য আছে, যাহার একাংশগত স্বাদু সর্ব্বাবয়বগত স্বাদু হইতে পৃথক্। কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে এমন বহুতর দ্রব্য আছে, যাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়া যথোচিতরূপে স্বাদুবোধের নিমিত্ত মুখমধ্যে একাধিক সংখ্যায় অর্পণ করা আবশ্যক হয়। আলিঙ্গনাদি স্পর্শনেন্দ্রিয়-সুখ-সম্বন্ধেও এই নিয়ম কতদূর রক্ষা পায়, তাহা পুত্রবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকটে বিদিত আছে।

উপাখ্যানকে যথাবিধি আয়ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়। মূল উপাখ্যানের দৈর্ঘ্য পরিমাণ যথাবিধি আয়ত হইয়াও যদি ইহার বিস্তৃতির অংশে শীর্ণতা দোষ থাকে, তবে এই কৌশলের অবলম্বনই সেই দোষ সংশোধনের একমাত্র উপায়। নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষা অশ্বথ ও বটবৃক্ষ অধিক সুন্দর, একটী নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষা নারিকেলের বাগান অধিক রমণীয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আয়তন উপাখ্যানের মূলভাগের আয়তনের যথাযোগ্য হওয়া চাই। মূলভাগের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোজনাগুলি অকৃত্রিমবৎ হওয়া বিধেয়, এবং সেই নিমিত্ত মূলভাগের প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকৃতিও একবিধ হওয়া আবশ্যক।

অশুভশেষ নাটকের উপাখ্যান রচনায় কল্পনা শক্তির সমধিক

প্রয়োজন। এই প্রকার নাটক যে অমঙ্গল ঘটনায় পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই এই প্রকার নাটকের প্রাণ-স্বরূপ। কেহ কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন যে, নাটকে নায়ক নায়িকার আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি না করিয়া আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ করিলেই নাটক অশুভশেষ হইতে পারে। কিন্তু ফলে তাহা নহে। উপাখ্যানের চরম ভাগে ইচ্ছামত অমঙ্গল ঘটাইয়া দিলেই হয় না। উপাখ্যান যে দুর্দ্দৈব ঘটনায় পরিসমাপ্ত হইবে, উপাখ্যানেব অনুষ্ঠান হইতেই তাহার সূত্রপাত করিতে হয়। অশুভশেষ নাটকের চরমভাগে দুর্ব্বি-পাক রূপ যে কালপুরুষ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহের অমঙ্গল ছায়া উপাখ্যানের আদিপ্রান্ত পর্য্যন্ত পতিত হওয়া আব-শ্যক ; নাটকের জন্মলগ্নেই তাহার অদৃষ্ট নিরূপক কুগ্রহের লক্ষণ থাকা চাই। উপাখ্যান যতই পবিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতই সমাবেশ হইতে থাকে, ভাবী দুর্ব্বিপাকের পূর্ব্বলক্ষিত সেই ছায়া ততই বিস্তৃত ও ঘনীভূত হওয়া উচিত, এবং নায়ক প্রভৃতি প্রধান পাত্রগণের প্রকৃতি ও আচরণ তদ্দ্বারা ততই আচ্ছন্ন হওয়া বিধেয়। এরূপ করিবার প্রধান কৌশল, সেই দুর্ব্বিপাককে অদৃষ্টলিপির ন্যায় অনিবার্য্য করা ; নায়ক বা নায়িকাকে সেই দুর্ব্বিপাক ঘটাইবার উপযোগী প্রকৃতি অর্পণ করিয়া উপাখ্যানগত ঘটনার সহযোগে সেই প্রকৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ করা, এবং অবশেষে সেই বিকসিত প্রকৃতির ফলস্বরূপ চরম অমঙ্গলের সংঘটন করা। অশুভশেষ নাটকের উপাখ্যান আদ্যোপান্ত দুর্দ্দৈবরূপ সূত্রে গ্রন্থন করিতে হয়, নতুবা তাহার

শেষ প্রান্তে ইচ্ছামত অমঙ্গল ঘটাইয়া দিলে সে অমঙ্গল রচনা নিতান্ত কৃত্রিমের ন্যায় দেখায়, সুতরাং সর্ব্বাবয়ব-সঙ্গতি-মূলক রসের ত্রুটি জন্মায়।

আমরা এস্থলে নাটকের উপাখ্যানের বিষয়ে যে যে কথা বলিলাম, প্রহসনের উপাখ্যানের সম্বন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ তারতম্য করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রহসন হাস্যরসাত্মক কাব্য। মনুষ্য এই কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যত প্রকার রসের আস্বাদন করে, তন্মধ্যে হাস্যরস সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও তরল। সেই প্রযুক্ত কর্ম্মভূমির প্রতিকৃতি স্বরূপ রঙ্গভূমিতেও হাস্যরস লঘু ও তরল, এবং সেই প্রযুক্ত অন্যান্য রসের আশ্রিত উপাখ্যানের অপেক্ষা প্রহসনের উপাখ্যান অল্পায়ত হওয়া প্রয়োজনীয়। কেবল রসকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য রচনা হয়, অতএব সেই রসের বহুবিধ প্রকৃতি ভেদে কাব্যেরও বহুবিধ প্রকৃতি ভেদ হইবে। প্রহসনের রচনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণের একটী বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত প্রহসন মাত্রকেই দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকারগণে মনে করেন, প্রহসনের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের মুখ হইতে হাস্যরসোদ্দীপক উক্তি প্রত্যুক্তি বাহির করিতে পারিলেই প্রহসন হইল। কিন্তু বাস্তবিক প্রহসনে আরও গুরুতর উপকরণের প্রয়োজন থাকে। প্রহসনের উপাখ্যান এমন ভাবে রচনা করিতে হয়, অঘটন ঘটাইয়া নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে এমন অবস্থায় ফেলিতে হয় যে, যেন তাহা হইতেই হাস্যরসের প্রচুর তরঙ্গ উঠিতে পারে। কথকদের মুখে রামায়ণে ও মহাভারতে এরূপ কৌতুকা-

বহ অবস্থার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়; সম্প্রতি রুক্মিণী হরণ নামে যে নাটক প্রচারিত ও কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছে, তাহার বর্ণিত ব্রাহ্মণ দূতের দ্বারকা হইতে বাটী প্রত্যাগমন স্থলে এইরূপ কৌতুকাবহ ঘটনার বর্ণনা আছে; শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কাব্যরত্নাকর স্বরূপ সেক্সপিয়র হইতে যে প্রহসন বিশেষের উপাখ্যান সঙ্কলন পূর্ব্বক ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ কৌতুকাবহ ঘটনার আদর্শস্থলীয়। হাস্যরসের মুখ্য আশ্রয়, উপাখ্যানের মধ্যে কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন; হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথন হাস্যরসের গৌণ আশ্রয় মাত্র।

মূল তাৎপর্য্য।

স্বরচিত নাটক মাত্রেরই এক একটী মূল তাৎপর্য্য থাকে। এই মূল তাৎপর্য্যই নাটক দেহের জীবাত্মা স্বরূপ। ইহারই আকর্ষণ বলে ভাব অলঙ্কাব প্রভৃতি পরিপোষক পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া নাটকের স্থূল দেহের রচনা হয়। আমাদের মনোগত অভিপ্রায়ের সম্যক প্রকাশের নিমিত্ত উদাহরণের প্রয়োজন করে। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত নাটকের মধ্যে উদাহরণ কোথায় পাইব? আমরা এই যে তাৎপর্য্যের কথা বলিতেছি, তাহা কেবল স্বরচিত নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়। তথাপি আমরা উদাহরণ স্বরূপ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রায় শ্রী দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের প্রণীত নাটকেরই উল্লেখ করিব। নাটক রচনার দোষগুণ দেখাইবার নিমিত্ত ইঁহারই প্রণীত গ্রন্থের সহায়তা লওয়া আমাদের পক্ষে সমধিক কর্ত্তব্য।

ইঁহার প্রশংসা করিতে আমাদের আনন্দানুভব হইবে, ইঁহার অপ্রশংসা করিতে আমাদের আপনাদেরই ক্লেশ বোধ হইবে।

পাঠক-বর্গ লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য উৎকৃষ্ট প্রকৃতির প্রতি উৎকৃষ্ট প্রকৃতির যে আকর্ষণ হয়, অধম প্রকৃতির সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির যে বিপ্রকর্ষণ হয়, তাহাই প্রদর্শন করা। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি এত প্রবল হইতে পারে যে, বহু বাধা সত্ত্বেও তাহার চরিতার্থতা ঘটে। লীলাবতী নাটকের জীবাত্মা স্বরূপ এই ভাব নানা অবয়ব ধারণ করিয়া লীলাবতী নাটকের সুরচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। ললিত লীলাবতীর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ, প্রাচীন উপদেশে উপদিষ্ট হরবিলাস ও নব্য উপদেশে উপদিষ্ট ললিত এ উভয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ, অযত্ন শিক্ষিত মাদকপরতন্ত্রতাদোষে কলঙ্কিত শ্রীনাথ আর বহুযত্ন শিক্ষিত সর্ব্বদোষরহিত ললিত, এ উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ, নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ এ উভয়ের পরস্পর প্রথমে আকর্ষণ ও অবশেষে বিপ্রকর্ষণ, নদের চাঁদ ও শ্রীনাথের পরস্পর বিপ্রকর্ষণ; লীলাবতী নাটকের সমগ্র অবয়বে সেই একই তাৎপর্য্যের প্রকাশ হইতেছে। এই নাটক দেহের যে কোন প্রধান স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, সেই থানেই তাহার অভ্যন্তর-সঞ্চারী ভাবপ্রবাহের স্পন্দন দেখিতে পাইবে।

লীলাবতী নাটকের আমরা যেরূপ তাৎপর্য্য দিলাম, তাহাতে অনেকের প্রীতি জন্মিতে না পারে। তাঁহারা এমন কথা বলিতে

পারেন, লীলাবতী নাটকের তাৎপর্য্য যদি এইরূপ হইল, তবে প্রচলিত অধিকাংশ নাটকেরও তাৎপর্য্য এই, এবং প্রচলিত অধিকাংশ নাটকের হইতে লীলাবতীর কোন বিশেষ নাই। আমরাও এই কথা বলি, কারণ আমাদের চক্ষে লীলাবতী নাটকেব এমন কোন গুণবত্তা নাই যে, তাহাকে প্রচলিত অধিকাংশ নাটক হইতে বিশেষ করিতে পারা যায়, তবে পাত্রগণের উক্তি প্রত্যুক্তি এবং অন্য দুই একটী সামান্য বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারে এই মাত্র।

নাটকের মূল তাৎপর্য্য দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আমরা লীলাবতী নাটকের অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ আর একটী কাব্য রচনার উল্লেখ করিব। কিন্তু আমাদের প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ শঙ্কা বোধ হইতেছে, কারণ আমরা আনন্দিত হৃদয়ে যে নাটকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতেছি, তাহা অনেক লোকের নিকটে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিচিত আছে। এই গ্রন্থখানিও শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবুর প্রণীত, এবং যদিও ইহার প্রহসন নাম দেওয়া আছে, তথাপি আমরা ইহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ইহাকে নাটক বলিয়াই জ্ঞান করি। আমরা সধবার একাদশী নামক গ্রন্থের কথা বলিতেছি, এবং ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

সধবার একাদশীতে যদিও অটলবিহারী নায়ক এবং নিমেদত্ত তাহার সহায়স্থলীয়, তথাপি নিমেদত্ত যেরূপ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতির প্রগাঢ়তা ও গুরুত্ব অংশে যেরূপ প্রাধান্য

লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকেই কাব্যের প্রকৃত নায়ক বলিতে হয়। কিন্তু নিমেদত্তের প্রকৃতি অতি সারবান ও অতি শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহার উপরে প্রতিকূল বিধাতা একটী ঘোরতর আঘাত দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমেদত্ত তেমন পূজনীয় প্রকৃতি পাইয়াও ইতর প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত, এত বশীভূত যে, সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকদের অনুচর স্বরূপ হইয়া থাকিতেও অস্বীকৃত নহে। কিন্তু অস্বীকৃত না হইলেও তাহার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই তাড়না করে, এবং সেইরূপে তাহার স্বভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিকৃতপ্রায় করিয়াছে। সধবার একাদশী গ্রন্থে কবি অতি উন্নত প্রকৃতির সঙ্গে কুৎসিত প্রকৃতির এইরূপে একত্র অবস্থান দেখাইয়া, উভয়ের বিরোধ এবং সেই বিরোধের ফল দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নাটকের মূল তাৎপর্য্য, এবং এই তাৎপর্য্য মানব প্রকৃতির যে গূঢ়তত্ত্বজ্ঞাপক, তাহা সহৃদয় অন্তর্দর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

সধবার একাদশী গ্রন্থের সর্ব্ব স্থলেই যে উপরিউক্ত তাৎপর্য্যের যথোচিত প্রকাশ হইয়াছে, এমন নহে। যেখানে হয় নাই, সেখানে কবির চক্ষে মূল তাৎপর্য্যের অস্পষ্ট দর্শন হইয়াছিল, বা স্পষ্ট দর্শন হইয়াও কারণান্তর বশতঃ উপেক্ষিত হইয়াছিল। কি কি কারণে কবিদের এ প্রকার বিকার জন্মিতে পারে, তাহার আলোচনা করিলে উপদেশ লাভের সম্ভাবনা আছে।

যাঁহারা সুকবি নহেন, তাঁহারা কাব্য রচনার সময়ে আপনার পাণ্ডিত্য বা কবিত্বশক্তি দেখাইতে ব্যাকুল হয়েন। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা কবিত্বশক্তি প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য হইতে নয়ন অপসৃত হইয়া গ্রন্থের মধ্যে অসম্বদ্ধ বা অপ্রাসঙ্গিক পদার্থ প্রবিষ্ট হয়, এবং মূল বিষয়ের প্রাধান্যের হানি জন্মিয়া উপকরণ বিশেষের প্রাধান্য জন্মে। যাঁহারা এরূপ অনুচিত আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা তাহাতে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদায় ইতর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত হৃদয়ে ভারতী দেবীর উপাসনা না করিলে অভীষ্ট বরলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

নাটক রচয়িতার চক্ষে নাটকের মূল তাৎপর্য্য ম্লান দেখাইবার দ্বিতীয় কারণ, রচয়িতার যথোচিত আত্মসংযমনের অসদ্ভাব। কবি কল্পনাশক্তিবলে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যখন রসের অবতারণা করিতে থাকেন, তখন সেই রসস্পর্শে তিনি আপনিই উন্মত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুকবি কখনই এরূপ হইতে দেন না। তিনি প্রভূত ধৈর্য্যবলে আপনার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখেন, এবং মূল তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ় রাখিয়া কেবল যথাযোগ্য পরিমাণে রসের আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন।

নাটক রচয়িতার পক্ষে এই জাতীয় আরও একটী বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নাটকের রস আদ্যোপান্ত একভাবে রাখিলে দর্শকমণ্ডলীর মনে সে রসের যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হয় না। এই প্রযুক্ত

মধ্যে মধ্যে অন্য রসের সংযোজন দ্বারা প্রধান রসের ভার লাঘব করার প্রয়োজন হয়। সুকবি মাত্রেই এরূপ স্থলে আনুষঙ্গিক রসকে খর্ব্ব করিয়া মূল তাৎপর্য্যকে প্রধান রাখিতে পারেন; নিকৃষ্ট কবিগণ এই আনুষঙ্গিক রস অনুচিত পরিমাণে ঢালিয়া মূল তাৎপর্য্যকে ডুবাইয়া দেন।

নাটকের এই মূল তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার উপকরণের সমাবেশ করিতে হয়। উপকরণের সকল গুলিই যে সেই তাৎপর্য্যের অভিমুখ হইয়া বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, এমন নহে। মালায় গ্রথিত পুষ্পের ন্যায় কোন উপকরণ এ দিকে কোন উপকরণ ওদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের যোজনাগুলির তাৎপর্য্য নাটকের মূল তাৎপর্য্যের প্রতিপোষক হওয়া বিধেয়।

নাটক দৃশ্যকাব্য, এই নিমিত্ত অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নাটক অধিক সারবান হওয়া উচিত। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি নায়কাদি পাত্রগণকে বৃথা জল্পন করাইয়া গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন না। তিনি প্রতি পদবিন্যাসেই আপনার অভীষ্ট ফলের সন্নিহিত হইতে থাকেন। যেখানে অন্য লোকে বৃহদাড়ম্বর ও বহু বাক্য ব্যয় করে, সেখানে তিনি দুই একটী কথার দ্বারাই মর্ম্মস্পর্শ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন।

এইরূপ অল্পের মধ্যে অধিক রসের অবতারণা নাটকের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে। সে উপায়,

নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের আন্তরিক অবস্থা সূচক বাহ্য লক্ষণের বর্ণনা। নাটকোচিত এইরূপ বাহ্য লক্ষণের বর্ণনা বাঙ্গালা নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে একটীর উল্লেখ করিতেছি।

লীলাবতী নাটকে সারদাসুন্দরীর নিকটে লীলাবতী আপনার বিবাহ সম্বন্ধের কথা বলিতেছিল; বলিতে বলিতে ললিতমোহনকে তাহার পিতা দত্তক পুত্র লইবে স্মরণ হইয়া শিহরিয়া উঠিল। সারদাসুন্দরী লীলাবতীকে শিহরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সখি, শিহরিলে কেন?" ললিতকে পোষ্য পুত্র লইলে লীলাবতীর সকল আশারই মূলে যে কুঠারাঘাত পড়িবে, গ্রন্থকার তাহা সারদা সুন্দরীর এই প্রশ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে এই ভঙ্গীর তাৎপর্য্য তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।

সেক্সপিয়রের রচিত নাটকে এরূপ ভঙ্গী বর্ণনার অনেক সুন্দর উদাহরণ আছে। এক স্থলে নায়ক শোকাভিভূত হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছে; "আমার শ্বাসরোধ হইতেছে, আমি মরিলাম" সে সময়ে নায়ক এরূপ কোন বাক্যে আপনার তাৎকালিক অবস্থা ব্যক্ত না করিয়া, পারিষদবর্গকে কহিতেছে, "আমার জামার বন্ধক খুলিয়া দাও।"

রাজা দুষ্মন্তের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে যখন শকুন্তলা নিতান্ত অনিচ্ছায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়া তাঁহার গমনের যে ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, তাহাও নাটকোচিত এই বাহ্য লক্ষণ বর্ণনার উদাহরণ স্থল।

সুকবি রচিত নাটক মাত্রেই এই বাহ্যোপকরণের সন্নিবেশ থাকে, এবং এই বাহ্যোপকরণের সন্নিবেশ বশতঃ নাটকের রচনা সমধিক সারবান ও নাটকের রস সমধিক গাঢ় হয়।

প্রকৃতি কল্পনা।

এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশের নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণ, রক্তমাংস বিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্যের প্রকৃতির ন্যায় দেখাইতে পারে, এরূপ সুকৌশল সহকারে রচিত হয় না। এ বিষয়ে আমাদের নাটক-কারগণ ঠিক আমাদের প্রতিমাকার ও চিত্রকরগণের ন্যায়। প্রতিমাকারেরা দশভুজা ভগবতীর যেরূপ আকার করে, পার্শ্ব-বর্ত্তিনী লক্ষ্মী সরস্বতীরও তেমনি করে, এবং প্রতিমার মধ্যে সখী থাকিলে, তাহাদেরও সেইরূপ করে। সকলেরই সমান নাক, সমান চক্ষু, মুখের ভাব সমান; তবে হাতের সংখ্যা, বর্ণ ও অঙ্গ-ভঙ্গির বিষয়ে যে তারতম্য থাকে, এই মাত্র। সে তারতম্যও কেবল সেই সকল দেবমূর্ত্তির ধ্যানে নিরূপিত আছে বলিয়া বটে। আমাদের দেশের চিত্রকরেরাও এই প্রণালীতে চিত্র কার্য্য সমাধা করে। জগন্নাথের পটে দেখ, কে জগন্নাথ কে বলরাম তাহা চিনিবার কোন উপায় থাকে না, তবে জগন্নাথের বর্ণ কাল, আর বলরামের বর্ণ গৌর। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ছবি দেখ, গোপিনী সকলের মূর্ত্তি এক প্রকার। কে যে শ্রীরাধিকা সে পর্য্যন্ত চিনিয়া উঠা কঠিন হয়; তবে শ্রীরাধিকাকে আকারে কিছু ছোট করে এবং

নীল বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়। দশভুজা প্রতিমার চালে যে সকল চিত্র থাকে, তাহাদেরও দশা এই। আমাদের দেশের শিল্প-কারগণে প্রকৃতি বুঝিয়া মূর্ত্তি গড়িতে জানে না। স্ত্রীলোকেরা আলিপনা দিবার সময়ে যেরূপে মনুষ্য আঁকে, আমাদের চিত্রকরগণ তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল আঁকিতে জানে, এই মাত্র। বাল-কেরা কাদা লইয়া যেরূপে ঠাকুর গড়ে, তাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন প্রায়ই হয় না; আমাদের প্রতিমাকারগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই গঠনগুলি করিয়া রং মাখাইয়া দেয় এই মাত্র। চক্ষের ভাব, মুখের ভাব, শরীরের ভাব, আমাদের শিল্পকারেরা এ সকলের কোন ধার ধারেন না। আমাদের দেশের লোকেরাও, মূর্ত্তিতে যে প্রকৃতি প্রকাশ হয়, তাহা বড় বুঝেন না। অনেকে বর্ণ দেখিয়াই সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা করেন; কেহ কেহ বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবেরও প্রতি দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু মুখের ভাবে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে প্রকৃতি প্রকাশের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্য্যের বিচার দুই একজন ভিন্ন কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। এই ত্রুটি আমাদের দেশের কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। অন্য কবিদের ত কথাই নাই, ভারত চন্দ্রও নায়িকার রূপ বর্ণনাতে কেবল কয়েকটী অবয়ব মাত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং কাব্যের নায়ক নায়িকার সদৃশ উত্তমাঙ্গের বাহ্য-ভাব বর্ণনাতেও যখন আমাদের কবিগণ এই রীতি অবলম্বন করেন, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাব বর্ণনাতেও যে সেইরূপ করিবেন, তাহা কোন বিচিত্র?

কেবল যে কবিত্ব শক্তির অভাবে, আমাদের কাব্যকারগণের বর্ণনাতে এই ক্রুটি জন্মে এমন নহে, উপদেশের দোষেও এই ক্রুটির অনেকটা জন্মিয়া থাকে। নায়ক নায়িকার প্রকৃতি রচনার সময়ে তাঁহারা সৎ প্রণালী অবলম্বন না করিয়া অসৎ প্রণালী অবলম্বন করেন। নায়ক নায়িকাকে কিরূপে বর্ণনা করিলে জনসমাজে বিদ্যা প্রকাশ ও চাতুরী প্রকাশ অধিক হইবে, তাঁহারা তাহারই চর্চ্চা অধিক করেন। সুতরাং তাঁহাদের নায়ক নায়িকা স্বভাবের অনুযায়ী না হইয়া কৃত্রিম ও তৎপ্রযুক্ত কতকগুলি কল্পিত গুণ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। যেমন অনেক প্রতিমাকার দেব প্রতিমা গড়িবার সময়ে প্রতিমার চক্ষু যথার্থই আকর্ণ-বিশ্রান্ত করিয়া প্রতিমার সমুদায় মুখাবয়ব কদাকার করে, তেমনি আমাদের গ্রন্থকারগণও নায়ক নায়িকার সৃষ্টি করিবার সময়ে তাহাদিগকে অনুচিত পরিমাণে গুণ-বিশেষ অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে কদর্য্য করিয়া তুলেন। নতুবা ভারত চন্দ্রের সদৃশ কবিগণেও যে তাদৃশ নায়ক নায়িকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহা কবিত্ব শক্তির অভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারত চন্দ্রের ন্যায় রসানুভাবক ব্যক্তির হৃদয়ে কদাপি সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি অঙ্কিত হয় নাই, এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে না। উপদেশের শক্তি অনেক সময়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষাও প্রবল হয়।

নায়ক নায়িকা বা অন্য প্রকৃতিগণের রচনা বিষয়ে যে এ প্রণালী মূলে অবলম্বিত হইতে পারে না, এমন নহে। সামান্য উপন্যাসে এ প্রণালী চলিতে পারে, কিন্তু নাটকে কোন ক্রমেই

চলিতে পারে না। সামান্য উপন্যাসের প্রধান সামগ্রী তাহার উপাখ্যান, এবং উপাখ্যানের ঘটনা পরম্পরা বিনা আশ্রয়ে বচিত হইতে পারে না। এই প্রযুক্ত সামান্য উপন্যাসে গল্পেব আশ্রয় স্বরূপ নায়ক নায়িকা প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যেমন তেমন হইলেও চলিতে পারে, এবং এই প্রযুক্ত অনেক উপকথায় বর্ণিত ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইলেও, উপকথা শ্রোতৃবর্গেব নিকটে সবস বোধ হইতে পারে। কিন্তু নাটকে সাংসারিক ব্যাপাবের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, এবং সাংসারিক ব্যাপার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া উপস্থিত হয়, নাটকেব নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। আমবা এখনকাব প্রচাবিত নাটক সমস্তকে উপন্যাসের মধ্যে গণনীয় বলিয়া যে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার একটী প্রধান কাবণ, তাহাদেব বর্ণিত নায়ক নায়িকাগণ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম।

যেখানে আমাদের কবিগণ অসদুপদেশেব বশীভূত না হইয়া কল্পনাশক্তিকে অবাধে ও আনন্দে বিহার করিতে দিতে পারিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চিত্তপটে দুই একটী স্বভাবানুযায়ী প্রকৃতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, এবং তাঁহারা আপনাপন শক্তির অনুসারে লেখনীর দ্বারা সেই প্রতিবিম্বকে গ্রন্থমধ্যে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নায়ক নায়িকার আনুষঙ্গিক প্রকৃতির রচনা-স্থলেই তাঁহাদের কল্পনাশক্তির এই স্বাধীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কনের ভাঁড়ু দত্ত, ভারত চন্দ্রের মালিনী, দীনবন্ধু

বাবুর নিমে দত্ত আমাদেব এই কথার উদাহরণ স্থল। নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণেব রচনা করিবাব সৎপ্রণালী কি, তাহা আমাদের এই শেষোক্ত কথাগুলিতেই সঙ্ক্ষেপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সুকবি আপনার কল্পনাশক্তিকে সংযত করিয়া রাখেন বটে, কিন্তু তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাব বক্ষে পাষাণ চাপাইয়া রাখেন না। যে নায়ক নায়িকাকে অবলম্বন কবিয়া তাঁহাব হৃদয়ে এই জগতের গূঢ়তত্ত্ব বিশেষেব স্বতঃস্ফূর্ত্তি হয়, তাহাদেব প্রতি তিনি কদাপি কৃতঘ্ন আচরণ করেন না, হৃদয় সিংহাসন হইতে তাহাদিগকে অবতারিত করিয়া তথায় ইতব নায়ক নায়িকাকে অধিষ্ঠিত করেন না। সে নায়ক নায়িকার মূর্ত্তি যদি অলঙ্কার বিহীন হয়, তাহারা দেখিতে যদি সামান্য সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হয়, তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষা-কৃত অধিক অলঙ্কার ভূষিত ও অধিক শোভনীয় নায়ক নায়িকাকে গ্রহণ করেন না। তিনি অলৌকিক গুণশালী নায়ক নায়িকাব বচনা করিতে আকাঙ্ক্ষী হয়েন না, তিনি যেরূপ নায়ক নায়িকাকে আপনার মনের ভিতরে দেখিতে পান, তাহাদিগকেই গ্রন্থের মধ্যে আবির্ভূত করিয়া তৃপ্ত থাকেন। তাঁহার হৃদয় দর্পণ স্বরূপ, সে দর্পণের উপবে সূক্ষ্ম নিয়ম-তন্তু রচিত এই জগতের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তিনি তাহাকেই মন্ত্রবলে স্থূলাবয়ব প্রদান পূর্ব্বক ইতব জনগণের সাক্ষাৎকাব করেন। তিনি দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যভূমিতে সমাচাব বহন করিবার দূত স্বরূপ; তাঁহার বিচিত্র শ্রবণ যন্ত্রে যে দৈব বাণীর ধ্বনি হয়, তিনি তাহাকেই মানবী ভাষায়

সমাহৃত করিয়া মানব-মণ্ডলীতে ঘোষণা করেন। সে প্রতিবিম্ব ও সে ধ্বনির উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিয়া তিনি তাহাকে কদাপি মলিন ও তাৎপর্য্য-বিহীন করেন না।

প্রকৃতির সঙ্গতিবোধ।

নাটকের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের রচনায় স্বাভাবিক প্রতিভার প্রয়োজন করে। সে প্রতিভা সকলের থাকে না। যাঁহারা বিধাতার বিশেষ কৃপাপাত্র, তাঁহারাই সে প্রতিভারূপ অমূল্য ধনে ধনী। অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িলে তাহা জন্মে না; তবে যেখানে তাহা জন্মিয়া আছে, অলঙ্কার শাস্ত্রের উপদেশে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রযুক্ত আমরা নাটকের পাত্র-রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে বিবেচনা করি না।

অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার শক্তিকে কল্পনা বলে। কবির কল্পনা শক্তিতে আরও একটী সামগ্রীর প্রয়োজন; অপ্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে এমন ভাবে বিন্যাস করা আবশ্যক যেন তাহা হইতে সরস রচনার সৃষ্টি হইতে পারে। নাটকে যে সকল অপ্রত্যক্ষ পদার্থ আহৃত হয়, তন্মধ্যে পাত্রগণের প্রকৃতি সর্ব্ব প্রধান। পাত্রগণের প্রকৃতি রক্ষা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ না করিলে কোন ক্রমেই সম্ভবে না, এবং তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা প্রকৃতরূপে প্রকৃতি বোধ না থাকিলেও সম্ভবে না।

পাঠকগণ আপনাপন সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। কল্পনা শক্তি সকলেরই আছে; কল্পিত পদার্থের বিন্যাস পূর্ব্বক সরস বচনা করিবাব শক্তি সকলেরই আছে; সকল মনুষ্যই অল্প বা অধিক পবিমাণে কবি। প্রকৃতি বোধ সকলেরই আছে; সকল ব্যক্তিতে নাটকোচিত কবিত্ব আছে। তবে আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিতে এই শক্তিগুলি অল্প পরিমাণে আছে; কবিদের বিশেষতঃ নাটককবিগণের এই শক্তিগুলি অধিক পরিমাণে থাকে। আমরাও অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রমণীয় অট্টালিকা ভাবিতে পারি, সে অট্টালিকার সম্মুখে স্বচ্ছনীল সবোবর বসাইতে পারি, সরোবরে মরালশ্রেণী ভাসাইতে পারি, সরোবরের কূলে নিভৃত লতাকুঞ্জ সাজাইতে পারি। অন্ততঃ আমরা স্বপ্নাবস্থায় এরূপ অনেক করিয়া থাকি। কবিগণও এইরূপ করেন, কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্পষ্ট দেখিতে পান, অপেক্ষাকৃত অধিক পদার্থের কল্পনা করিতে পারেন, এবং ইচ্ছানুসারে তাহা-দিগকে মানস-চক্ষুঃসমীপে রাখিয়া ইচ্ছানুসারে তাহাদের রসাত্মক বিন্যাস করিতে পারেন। আমরা ইচ্ছা করিয়া যে সকল সামগ্রী কল্পনা করিব তাহাদের সংখ্যা অল্প, ইচ্ছা করিয়া তাহাদের যে যে সরস বিন্যাস করিব, তাহার সংখ্যা আরও অল্প; এবং আমাদের স্বপ্নাবস্থায় যে কল্পনা শক্তির উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের এককালে আয়ত্ত বহির্ভূত। আমাদের কল্পনা শক্তি স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত ও ম্লান, অবস্থাভেদে যখন বিস্তারিত ও উজ্জ্বল হয় তখন আর

আজ্ঞানুবহ থাকে না। কবিদের কল্পনা শক্তি স্বভাবতঃই বিস্তৃত ও উজ্জ্বল, আর সর্ব্বদাই তাঁহাদের আজ্ঞানুবহ থাকে ;

স্থানের কল্পনা বিষয়ে ও ঘটনার কল্পনা বিষয়ে জনসাধারণের যে শক্তি থাকে, প্রকৃতি জ্ঞান বিষয়ে শক্তি তাহার অপেক্ষাও অল্প থাকে। আমরা সরোবরের তীরে লতাকুঞ্জ রচনা করিতে সহজে পারি, সে কুঞ্জের ভিতরে সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে হরিণ শিশু রাখিতে অনায়াসে পারি, কিন্তু সে লতাকুঞ্জে পতি-পরিত্যক্তা জানকীকে ও পতি-পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে রাখিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের প্রকৃতি সঙ্গত কথোপকথন করাইতে দুরূহ বা অসাধ্য বোধ করি। সৃষ্টির বাহ্যমূর্ত্তি কল্পনা করা যত কঠিন, মানব হৃদয়ের ভাব-রাশি অনুভব করা তাহার শতগুণ কঠিন। মানব হৃদয়ের ভাব-রাশির প্রকৃত অনুভব নাটককবিদের চিত্তপটে স্বতঃই হইয়া থাকে। স্বতঃই হয় বলিয়া তাঁহারা অনায়াসেই পাত্রগণের প্রকৃতি রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। লতাকুঞ্জ মধ্যে সীতা ও শকুন্তলা পরস্পরের সহিত যে কথা কহিবেন, তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইবে না, কিন্তু নাটককবির কর্ণগোচর হইবে। তিনি সরস্বতীর বরপুত্র; দেবীর বর-প্রভাবে ইতর লোকের শ্রবণ-শক্তির অতীত ধ্বনি সমস্তও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তাঁহাকে আমাদের ন্যায় অনুমানে লিখিতে হয় না। ইতর লোকে সীতা শকুন্তলার কথোপকথন অনুমানে লিখিবে, সীতার মুখ দিয়া এইরূপ কথা বাহির করিলে ভাল হয়, শকুন্তলার মুখ দিয়া এইরূপ উত্তর বাহির করিলে ভাল হয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া লিখিবে। নাটক

কবি এরূপ ভাল মন্দের কিছুই বিবেচনা করিবেন না। তিনি সীতা শকুন্তলাকে আপনার সম্মুখে দেখিতে পাইবেন, উভয়ের ভাব ভঙ্গি পরিচ্ছদ প্রত্যক্ষবৎ দেখিবেন, উভয়েরই মুখাবয়বে উভয়ের প্রকৃতি সঙ্গত মানসিক ভাবের চিহ্ন দর্শন করিবেন, উভয়েরই তৎকালোচিত উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণ করিবেন।

মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিতে আদ্যোপান্ত একটী সঙ্গতি থাকে। যে, যে প্রকৃতির মনুষ্য, সে, সেই ভাবে বসিবে, দাঁড়াইবে, চলিবে, কথা কহিবে, গান করিবে, লিখিবে; সেই ভাবে বসিবার সময়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করিবে, দাঁড়াইবার সময়ে শরীরের ভঙ্গি করিবে, চলিবার সময়ে পা ফেলিবে, হাত দোলাইবে, গান করিবার সময়ে মুখভঙ্গি করিবে, লিখিবার সময়ে কলম চালাইবে। এই সঙ্গতি এত অধিক যে যাঁহাদের শক্তি আছে তাঁহারা কোন প্রকৃতির এক অংশ দেখিয়া অন্যান্য অংশও অনুভব করিতে পারেন। জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, বৃত্ত-চাপের অবয়ব হইতে সমুদায় বৃত্তের অবয়ব রচনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা জ্যামিতি শাস্ত্র জানেন না, তাঁহারাও এক গাছি বলয়ের ভগ্নাংশ দেখিয়া অনুভবের দ্বারা সমুদায় বলয় গাছটী কত বড় ও কিরূপ ছিল, তাহা বলিতে পারেন। এই জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? গোল সামগ্রীর পার্শ্ববর্ত্তী দুই ভগ্নাংশের মধ্যে একটী সঙ্গতি থাকে। সেই সঙ্গতির জ্ঞান হইতে একটী ভগ্নাংশের অনুরূপ অপর ভগ্নাংশটীর অনুভব হয়। মনুষ্য প্রকৃতিতেও এই প্রকার সঙ্গতি থাকে। যাহাদের প্রকৃতি ঘটিত সঙ্গতি বোধ আছে, তাহারা কোন প্রকৃতির

একাংশ দেখিয়া অন্যান্য অংশেরও অনুমান করিতে পারে। নাটক কবিগণ বিধাতার নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করেন। তাঁহারা কোন পাত্রের প্রকৃতির একাংশ কল্পনা করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ হইবে, তাহাও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে সমর্থ হয়েন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সীতা শকুন্তলার পূর্ব্ব চরিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবস্থা বিশেষে তাঁহাদের ভাবী চরিত কি প্রকার হইবে, তাহাও অনুমান করেন।

তবে সকল নাটককবির সর্ব্ব প্রকার প্রকৃতিরই সঙ্গতি বোধ হয় না। কোন কবি অধিক সংখ্যক, কোন কবি অল্প সংখ্যক প্রকৃতির সঙ্গতি অনুভব করিতে পারেন। কেহ বা দুষ্মন্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু শকুন্তলার সদৃশ নায়িকার প্রকৃতি অনুভব করিতে তত সমর্থ নহে; কেহ বা ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমর্থ নহে; কেহ বা নিমে দত্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু অটল বিহারীর সদৃশ নায়কের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমর্থ নহে। বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গতি বোধ কবি বিশেষে থাকে; নতুবা নাটককবিগণে যাবতীয় প্রকৃতির সঙ্গতি বুঝিতে পারেন না। এই প্রযুক্ত নাটককবি বিশেষের কোন কোন পাত্র সমধিক স্পষ্ট ও সুন্দররূপে বর্ণিত হয়, এবং অন্যান্য পাত্র অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও অপ্রশংসনীয় হয়। প্রকৃতির সঙ্গতি বোধই নাটককবির সর্ব্ব প্রধান গুণ, এবং অন্য সহস্র গুণ সত্ত্বেও যদি

তাঁহার এই গুণের অভাব থাকে, তবে তাঁহার নাটক রচনা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতির সঙ্গতি কি প্রকার সামগ্রী, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

উদাহরণ — নিমে দত্ত।

নাটকের নায়কাদি পাত্রগণের প্রকৃতি রচনার উদাহরণের নিমিত্ত আমরা সধবার একাদশী গ্রন্থের সহায়তা লইব। সধবার একাদশীর মধ্যে যদিও অটল বিহারী নায়ক, তথাপি নিমে দত্ত অন্য সকল কারণেই পাত্রগণের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। অতএব অন্য সকল পাত্রগণকে ছাড়িয়া আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব।

নিমে দত্তের প্রকৃতি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, হীরকের ন্যায় সারবান্ ও দুর্ল্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড যত্নে রচনা করিয়া বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্ম্ম মধ্যে এমন একটী কলঙ্ক-বিন্দু নিবেশিত করিয়া এই পাপপুণ্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে কলঙ্কবিন্দু ক্রমশঃ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরক-দেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতাকে নিজেরই মালিন্য প্রকাশক করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ত্রুটি প্রদর্শক করিয়াছে, তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভ পরিবর্দ্ধক করিয়াছে মাত্র। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সরল, খলদ্বেষী, পবিত্রচেতা, সারবান্, বুদ্ধিমান্। কিন্তু সুরা-সেবনরূপ এক ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতাদোষ এই সমগ্র গুণকেই ভ্রষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত করি-

য়াছে। এই প্রকৃতি বিকৃতি নিমে দত্তের নিজের নিকটে অবিদিত নহে। তেমন বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা ব্যক্তির নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না। এই প্রযুক্ত তাহাকে সর্ব্বদাই অনুতাপ করিতে হইত। একদিনের অনুতাপের সমাচার এই :—

"রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্ম লজ্জা মান মর্য্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হ'য়েছ! তুমি স্কুল হ'তে বেরুলে একটী দেবতা, এখন হ'য়েছ একটী ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

Things at the worst will cease or else climb upward

To what they were before.

হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা হস্তে নিপতিত কল্যে! যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায় পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়াও আমার আহার আহরণ করিয়াছেন, সে পিতা আমায় এখন দেখ্লে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করে রাখতেন, এবং মুখ চুম্বন কর্‌তে কর্‌তে আপনাকে ধন্য বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন, যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্লে মুখ ফিরিয়ে

বসেন; শ্বাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন।"

এই প্রকৃতি বিকারের প্রকাশ নিমে দত্তের কেবল চরিত্র ভ্রংশে হয়, এমন নহে। অধিক মদ্যোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহাতে ঈষৎ বায়ুবিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। নাটক মধ্যে নিমে দত্তের প্রকৃতি যেরূপ রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এই কথাটী স্মরণে রাখা আবশ্যক। যাঁহারা এই কথাটী স্মরণে না রাখেন অথবা না বুঝেন, তাঁহারাই সধবার একাদশীকে অসৎভাবের উদ্দীপক জ্ঞান করেন। সধবার একাদশী অশ্লীল বটে, কিন্তু নিমে দত্তের অশ্লীলতায় মনের অনুচিত বিকার জন্মে না। যে ব্যক্তির প্রকৃতি স্বভাবতঃ এমন সুন্দর যে, তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না হইলে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারা যাইত, তেমন ব্যক্তি বিকার বশতঃ অশ্লীল জল্পনা করিলে তাহাতে কি মনের অনুচিত ভাব জন্মে? যাহার জন্মে তাহার অশ্লীল রচনা পাঠে ভয় কি? বিধাতা ত তাহাকে অশ্লীল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমে দত্তের চরিত্র দর্শনে অশ্লীল ভাবের উদয় হয় না। অশ্লীল ভাব যে জাতীয়, সে জাতীয় ভাবের উদয় হয় না; অপরিসীম ক্ষোভেরই উদয় হয়। পাপ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার জন্য তেমন ব্যক্তির এমন অবস্থা! এমন চিত্ত বিকৃতি! অসৎ ভাবের উদয় হওয়া দূরে থাকুক বরং ইন্দ্রিয় সেবা মাত্রেরই উপরে মর্ম্মান্তিক ক্রোধ উপস্থিত হয়। সে ক্রোধ পাপ পুণ্যের সৃষ্টিকারী বিধাতার প্রতিও ধাবিত হয়। কেন তিনি পুণ্যের সহচর স্বরূপ পাপের সৃষ্টি করিলেন? মঙ্গলের সহচর স্বরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন? অমৃত রাশি মধ্যে গরল নিক্ষেপ

করিলেন ? কেন—"নলিনীরে সৃজিলে বিধাতা,
জল তলে বসি কলি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করে নিজ বলে ?"

নাটক মধ্যে নিমেদত্তের প্রকৃতিব অন্য বিকৃতির সঙ্গে এই চিত্ত বিকৃতি অতি নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্য জনিত এই বায়ু বিকারের নিমিত্তই প্রধানতঃ নিমে দত্তের আত্মীয় পরিবার সকলে সদাই ক্ষুণ্ণ থাকে ; তাহার পিতা তাহাকে দেখিলে "চক্ষু মুদিত" করে, তাহার জননী তাহাকে দেখিলে "কপালে করাঘাত" করে, তাহার শ্বশুর তাহাকে দেখিলে "মুখ ফিরিয়ে" বসে, তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে দেখিলে "তনয়ার বৈধব্য কামনা" করে। মদ্য জনিত এই বায়ু বিকৃতি এত অধিক হইয়াছিল যে, নিমে দত্তের এই স্বগত অনুতাপ কালেও তাহার ভূরি প্রকাশ হইতে ত্রুটি হয় নাই।

"শ্বাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন ; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন — দাঁতে মিসি মধুর হাসি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিমেদত্তের চিত্তে সহসা বিকৃত বায়ুর যেন্ দমকা আসিল, সম্মুখে আপনার পত্নীকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিল, দেখিয়া বায়ু বিকৃত ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিল—

"তুমি কে, চাও কি, কাঁদ কেন ?"

বিকৃত বায়ুর দমকা থামিয়া গেল। অনুতাপের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় বহিতে লাগিল।

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশু বদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌চে, কুরঙ্গ নয়নী কার্য্যান্তব ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমান আছেন। আলুলায়িত কেশ, লুন্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কিনা এক এক বার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌চেন।

নিমে দত্তের বিকৃত বায়ুর হিল্লোল হইতে লাগিল; অনুতাপ স্রোত বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করিল।"

"মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়। ডাক্‌ ওঝা! ডাক্‌ ওঝা! ঝাড়িয়ে আমার মদ ছাড়িয়ে দেক্‌। আমি সুরধুনী সভায় নাম লেখাবো, কারো কথা শুন্‌বো না, সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা। গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে।"

আবার বায়ুর দমকা আসিল—

"বাবা, ভূতের ওঝা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গেছে। দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না।"

নিমে দত্তের এই চিত্ত বিকৃতির প্রকাশ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আরম্ভ স্থলে যথেষ্ট আছে; অন্যান্য স্থলেও আছে; সমুদায় গ্রন্থে ছড়ান আছে। বিবেচনা করিলে নিমে দত্তের উক্তির প্রধানাংশ এই বায়ুবিকৃতিময় বোধ হইবে; তবে কোন স্থলে অধিক, কোন স্থলে অল্প। বায়ুবিকৃতিময় বলিয়াই তাহার উক্তি এত হাস্য রসোদ্দীপক। পাগলের প্রলাপ শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে। আবার যদি সে প্রলাপের মধ্যে মধ্যে গূঢ় ভাব থাকে, তবে আরও মিষ্ট লাগে। যদি তাহার সঙ্গে প্রলাপীর কল্পনাক্রীড়া হইতে থাকে, তবে আরও মধুর লাগে। নিমে দত্ত ইংরাজী সাহিত্য বিশারদ। মদ্য মত্ততার সঙ্গে বায়ুবিকার মিলিত হইয়া যখন তাহার কল্পনা যন্ত্র খুলিয়া দেয়, তখন ক্ষুদ্র কারণেও তাহার রসনা অঙ্গুলিস্পৃষ্ট বীণাতন্ত্রীর ন্যায় অমৃত প্রসব করে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ইহার বহুতর উদাহরণ প্রদান করিতেছে।

এই তৃতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে নিমে দত্তের মদ্য জনিত বিচিত্র বিকারের একটী উদাহরণ দিব। নিমে দত্ত মাতাল হইয়া গোকুল বাবুর বাটীতে বারাঙ্গনাবাটী ভ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বাটীর দ্বারবানেরা তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। সে মাটীতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; যে কিঞ্চিৎ চেতনা আছে, তদ্দ্বারা তৎকালোচিত চিন্তা করিতেছে। এ অবস্থায় মনোমধ্যে যে প্রকার চিন্তার উদয় হইতে পারে, তাহা ঠিক ঠিক বর্ণনা করা সামান্য কবিত্ব শক্তির কর্ম্ম নহে। অধিকাংশ কবিগণে এরূপ স্থলে তদ্বর্ণনে সাহসী না হইয়া, কৌশল দ্বারা

প্রবন্ধ-শেষ বা ঘটনান্তর ঘটাইয়া আপনাদের ত্রুটি গোপন করেন। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর সে কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় নাই। তিনি নিমে দত্তের প্রকৃতি এরূপ স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া তাহার কার্য্য কলাপ মানস চক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহার উক্তি প্রত্যুক্তি মানস শ্রবণে শুনিতেছিলেন। কল্পনাশক্তি যখন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তখন কল্পিত পাত্রের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয়, কাচের ঘড়ির ন্যায় সে হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র পরম্পরা ও ব্যাপার পরম্পরা নয়ন গোচর হয়। কল্পনাশক্তির এরূপ স্ফূর্ত্তি দীনবন্ধু বাবুর নিমে দত্ত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। কল্পনাশক্তির এরূপ নাটকোচিত স্ফূর্ত্তি দীনবন্ধু বাবুর রচিত অন্য কোন পাত্রে নাই। অন্য কোন গ্রন্থকারের রচিত বাঙ্গালা নাটকে বা অন্য রসাত্মক বাঙ্গালা রচনাতেও পাই নাই।

মদ্যোন্মত্ত নিমে দত্ত দ্বারবানের হস্তে ধরানিক্ষেপিত হইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। গোকুল বাবুর বাটীতে নিমে দত্তের যে বেশ্যালয় ভ্রম হইয়াছিল, দ্বারবানের হস্তে প্রহাররূপ কঠোর উপদেশ পাইয়াও তাহা এককালে অপনীত হয় নাই। তাহা এককালে অপনীত হইলে, ভদ্র লোকের বাটী হইতে ভৃত্যদ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোর অপমান বোধ হইয়াছে। নিজের পানদোষ বশতঃ এই অপমান সহিতে হইয়াছে, তজ্জন্য মনে মনে ঘৃণা বোধ হইতেছে। এ ঘৃণাবোধ যে স্থায়ী হইবে না, তেমন

বুদ্ধিমান্ লোকের নিকটে তাহারও স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অধিক মদ্যপানের পরে প্রথম শয়ন মাত্রে মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকলের সঙ্গে মদ্যপানের ঘোর নেসা আছে। মদ্য পানের কেবল নেসা নহে, তজ্জনিত বায়ুবিকারও উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত উপাদান হইতে তাহার তাৎকালিক চিন্তাজাল রচিত হইবে। গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন—

"So sweet was ne'er so fatal, I must weep, But they are cruel tears—

"কারণ এখন আমি মনে কচ্চি আঁর খাব না ; কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবী ঘোরে কি সূর্য্য ঘোরে ? পৃথিবী ঘোরে— সূর্য্য ঘোরে না ? না—এখন রাত্রি হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌ছে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক্।"

বায়ুর এই আংশিক বিকৃতি ভিন্ন পানদোষ বশতঃ নিমে দত্তের আরও বিকৃতি জন্মিয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ; গ্রন্থ মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। নিমে দত্ত কৃতবিদ্য, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। নিমে দত্ত অন্য লোকের উপরে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ, সে তেমন মর্ম্মঘাতী বাক্য প্রয়োগে মুক্তকণ্ঠ এবং নিরঙ্কুশ মদ্যোন্মত্ততাপ্রিয় হইয়াও অটলবিহারী ও নকুলেশ্বরের বিশেষ সমাদর ভাজন হইতে পারিয়াছে। নিমে দত্ত তেজস্বী ও আত্মাদরের পক্ষপাতী, তাহার দত্তকুল গৌরবের ব্যাখ্যাতেই ইহার আংশিক পরিচয় আছে। এরূপ ব্যক্তি

উন্নতি লাভের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং এরূপ ব্যক্তিরাই উন্নতি লাভ করিয়া ইতর জনগণের আদর্শস্থলীয় হয়। কিন্তু নিমে দত্তের ভাগ্যে সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিবার পথে বাধা ঘটিয়াছিল। দুর্নিবার মদ্য পিপাসাই সেই বাধা। ইহাতেই তাহাকে সে সমস্ত কামনায় জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া পশুবৃত্তি করাইতেছে। ইহাতে নিমে দত্তের মর্ম্মে যে উৎকট আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকৃতির মধুরতা অপগত হইয়া ঘোর কটুতা জন্মিয়াছে। উন্নতি কামনা পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করা, তেজস্বী উন্নতিকাম ব্যক্তির পক্ষে কত যাতনার বিষয়, যিনি ভুগিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। আর যদি সে উন্নতিকামনা নিজের প্রকৃতিগত কোন দোষ বশতঃ পরিত্যাগ করিতে হইয়া থাকে, তবে যাতনার ও ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। নিমে দত্তে এই অপরিসীম যাতনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেনারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মহাশয় কোথায় থাকেন?" নিমে দত্ত শ্যালকগৃহে থাকে, শ্যালকের অন্নে প্রতিপালিত হয়, তেমন গর্ব্বিত ও উন্নতিকাম হইয়াও সুরাসক্তি দোষ বশতঃ তাহাকে পরপিণ্ডাশী হইতে হইয়াছে। নিমে দত্ত ভদ্রলোকের নিকটে সে কথা কিরূপে বলিবে? বলিতে তাহার যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রথমে কেনারামের কথা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন অটল তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিল, তখন ক্ষোভে, অভিমানে, মত্তবিকারের পদ্ধতিক্রমে, রুদ্ধ মর্ম্ম-যাতনা ব্যক্ত হইতে লাগিল।

"ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনাম পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম।— বিচারপতি, আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধমাধম। বাগবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিন্‌তে পারে না — হুজুর! বন্দা মজুর, ধামার ধামা দামার চাইতেও অধম।

অটল। ময়্যাল করেজের ছেলে হয়ে silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিমে। Into what pit thou seest
From what height fallen (ঢুলে ভূমিতে পতন।)"

উন্নতিকামনা বিফল হওয়াতে নিমে দত্তের প্রকৃতি কত কটু হইয়াছে, তাহার সমস্ত আচরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সরল, কুটিল ব্যবহারের চিরশত্রু, সাহঙ্কার ব্যবহারের চিরদ্বেষী, প্রাণান্তেও কাহারও অলীক জাঁক সহিতে পারে না। এই গুণগুলি অতি প্রধান গুণ, কিন্তু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মাত্রেই ইহাদিগকে সামাজিকতার সঙ্গে সমঞ্জসীভূত করিয়া রাখেন। নিমে দত্ত নিরঙ্কুশ ব্যক্তি; ইহ সংসারে যাহা কিছু কামনা করিতে হয়, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ভিন্ন নিমে দত্ত সে সকলেই জলাঞ্জলি দিয়াছে; সমাজের নিকট হইতে তাহার কোন উপকার লাভ হয় নাই; অল্প বুদ্ধিমান ও অল্প-বিদ্য লোকে অহরহঃ উন্নতি লাভ করিতেছে; কিন্তু সে তত বিদ্বান ও তত বুদ্ধিমান হইয়াও

তাহার পরপিণ্ডাশন ঘুচিল না ; তাহার আবার সামাজিকতা কি ? সমাজ তাহাকে নিরতিশয় ঘৃণা করে, সমাজকে সে সাধ্যানুসারে ঘৃণা ও দ্বেষ করিবে না ? নিমে দত্তের সরলতা ও কৌটিল্য-দ্বেষ সর্ব্বদাই কটুতা পূর্ণ ; তুড়ে কথা বলিতে কাহাকেও রেয়াৎ করে না। নিমে দত্তের রসনা চতুর্দ্দিকেই বিষ বর্ষণ করে। বিধাতা তাহাকে যে অমৃতরস দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা গরলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণী সভার কথা হইল, "সুরাপান নিবারণী সভা কচ্ছে কি ?

নিমে। Creating a concourse of hypocrites."

নকুলেশ্বর সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লিখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আপনার সতীপণা জানাইতেছিলেন, অমনি নিমে দত্তের মুখ হইতে বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ হইল :—

"বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, তুমি নাম লেখালে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে ;"

কাঞ্চন কুটিল-স্বভাব স্বার্থ-পরায়ণ বারাঙ্গনার আদর্শ স্বরূপ। কাঞ্চন উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপরে গরলপূর্ণ নাগপাশ নিক্ষিপ্ত হইল। অটলবিহারী হটাৎ বাবু হইয়াছেন, বাবুগিরি করিতে গেলে কাঞ্চনের আবশ্যক হয় ; কাঞ্চন অটলের মায়ের বয়সী, তথাপি তাহাকে বৃত্তিভোগী করিল। অটলের উপরে শর নিয়োজিত হইল।

"তুচ্ছ কথা — তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।"

নিমে দত্তের বাক্যবাণ প্রয়োগের কত উল্লেখ করিব? সকল উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিতে হয়। তাহার কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এই মাত্র দেখিবেন যে, নিমে দত্ত কেবল খলদ্বেষী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া বাক্যবাণ গুলি প্রয়োগ করে না। নিমে দত্তের প্রকৃতিই নিতান্ত কটু হইয়া গিয়াছে। উন্নতিকামনার উচ্ছেদ ও সমাজকৃত অনাদর বশতঃ তাহার প্রকৃতির এরূপ কটুত্ব হইয়াছে। প্রকৃতির এই কটুত্বের সঙ্গে আবার মদের নেসা আছে, আবার তাহার সঙ্গে তজ্জনিত বায়ু-বিকার আছে। নিমেদত্ত-রচনার উপাদান এইগুলি।

নিমে দত্তের প্রকৃতিতে আরও দুই তিনটী প্রধান বিকৃতি ভাবের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ গর্ব্বিত। গর্ব্বিত লোকে কখন মুখে জাঁক করে না। কিন্তু নিমে দত্তের প্রকৃতি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয় সেবায় লঘু হইয়াছে, আর গুণবত্তার সমুচিত পুরস্কারের অভাবেও লঘু হইয়াছে। নিমে দত্ত আপনাকে বড় বলিয়া জানে, অথচ ক্ষুদ্র লোকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে তাহাকে চারিদিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। যাহারা আগে ক্ষুদ্র ছিল, এখন তাহারা তাহার উপরে নিম্নদৃষ্টি করিতেছে। কাজেই তাহাকেও নাক তুলিয়া কথা কহিতে হইতেছে। কিন্তু সমাজমধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয়ে উন্নত, অথবা সমাজের আদৃত অন্য কোন বিষয়ে উন্নত, সমাজ কেবল তাহাদিগকেই

বড় জ্ঞান করে। নতুবা অন্যবিধ লোকে হাজার নাক তুলিয়া চলিলেও তাহাদিগকে বড় জ্ঞান করে না। সুতরাং কেবল আপনি ভারি হইয়া চলিলে সমাজ মধ্যে নিমে দত্তের বড় হওয়া ঘটে না। কাজেই তাহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। অন্য উপায় আর কি আছে? সাংসারিক উন্নতি, মদ না ছাড়িলে হয় না। মদ ছাড়া আর জীবন ছাড়া নিমে দত্তের পক্ষে তুল্য। অবশেষে একমাত্র উপায় আছে — আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করা। এ উপায়ের অবলম্বন নিমে দত্তের অবিকৃত অবস্থায় সম্ভাবিত ছিল না। এক্ষণে সম্ভাবিত হইয়াছে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবনে অভ্যাস সমস্ত ইতর হইয়াছে, আত্মাদর লঘু হইয়াছে, মনের দৃঢ়তা ঘুচিয়া শিথিলতা জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযমী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যেমন সমর্থ হয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তি সেরূপ হয় না।

নিমে দত্ত যেখানে আপনার জাঁক আপনি করিতেছে, সেখানে পাঠকের ক্লেশ বোধ হয়। নিমে দত্ত ভাল লোক বোধ হয় বলিয়াই এরূপ ক্লেশ হয়। কিন্তু পানদোষ নিমে দত্তকে কত দূর কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার প্রকৃতিকে কত ইতর করিয়াছে, এই জাঁকগুলি তাহার অনেক পরিচয় দেয়।

নিমে দত্তের বিদ্যার জাঁক কোন স্থলে স্পষ্ট, কোন স্থলে অস্পষ্ট। অস্পষ্ট জাঁকই অধিক, স্পষ্ট জাঁক অল্প। তাহার প্রকৃতি লঘু হইয়াও এককালে লঘু হয় নাই। এই প্রযুক্ত স্পষ্ট জাঁকের উদাহরণ অল্প। বিশেষতঃ তাহার স্থলও অল্প আছে। অটল

বিহারীর নিকটে বিদ্যার জাঁক স্পষ্টরূপে করিবার কোন আবশ্যকই নাই। অটলবিহারী নিমে দত্তের "আস্তাবলের বাঁদর"। স্পষ্ট জাঁক কেনারামের নিকটে হইয়াছে। কেনারাম ডেপুটী মেজষ্টর। কেনারাম আপনাকে ভারি বড় বলিয়া জানে। যাহারা ডেপুটী মেজষ্টর নহে, তাহাদিগকে ইতর মনুষ্য জ্ঞান করে। কেনারামের নিকটে বিদ্যার জাঁক চাই। কেবল বিদ্যার জাঁক নহে, সেই সঙ্গে কেনারামকেও ছোটলোক বলা চাই। গরলপরিবর্ত্তিত প্রকৃতির চরিতার্থতা করা চাই। পাঠকগণ দেখুন, কত জাঁক কি কটুতা!

"বাবা! সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটী হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি। তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি, আমার মত ইংরাজী জানে। I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English. বাবা! ছেলের হাতের পিটে নয় — কি খাবে বাবা বলতো — Claret for ladies, Sherry for men, and Brandy for heroes."

নিমে দত্ত স্বভাবতঃ গর্ব্বিত ও উন্নতচেতা। গর্ব্বিত ও উন্নত-চেতা লোকে কাহারও মোসাহেব হইতে পারে না। নিমে দত্ত মোসাহেব হইতে শিখিয়াছে, মিছে আত্মীয়তা দেখাইয়া পরের মদ খাইতে শিখিয়াছে। কি করে? নতুবা মদ জুটে না। থাকে শ্যালকের বাড়ী, "অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোন রূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করিয়া

মাতাল যাত্রা নির্ব্বাহ" করে। সুরাপান নিবারণী সভার উপরে বড় রাগ। "সুরাপান নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়," তাহার "ভারি অমঙ্গল। বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটী করে সভ্য হবে, আর" নিমে দত্ত "ধেনো খেয়ে মরবে! এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটী মাতাল প্রতিপালন হয়।"

নিমে দত্তের প্রকৃতি এইরূপে যে নীচ হইয়া গিয়াছে, নিমে দত্ত তাহা টের পায় না। নিমে দত্ত মনে করে, আমি চতুরতা খেলিতেছি, "অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি।" নিমে দত্ত তত বুদ্ধিমান হইয়াও আপনার প্রকৃতিলাঘব বুঝিতে পারিতেছে না। বুদ্ধিমান লোকে সকল বুঝিতে পারে, আপনার নীচাশয়তাটী বুঝিতে পারে না। মনে এক এক বার সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। আপনার নিকটে সহস্র ওজর আপত্তি উপস্থিত করে। "এইরূপ কর্ত্তব্য, না করিলে আমার কর্ত্তব্য হানি হইবে।" "এইরূপ করাতে হানি কি, ইহাতে উহারও কোন অনিষ্ট ঘটিতেছে না, আমারও ইষ্ট সাধন হইতেছে।" "এইরূপ করিলে উহার আপাততঃ অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাতে উহার ভবিষ্যৎ উপকার হইবে।" "এইরূপ করিলে সামাজিক নিয়মের হানি হয় বটে, কিন্তু সমাজের নিয়মগুলি ভাল নয়।" "এইরূপ করিলে একজনের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেকের উপকার হইবে।" "লক্ষ্মী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই নিমিত্ত, নির্ব্বোধের নিমিত্ত নহে।" এই এই রূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা আপনার নীচাশয়তার

সংশয় দূর করে। নিমে দত্তও তাহা করে। নিমে দত্ত ফাকি দিয়া পরের খায়, মনে করে আমার বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে খাইতেছি। মানবহৃদয় সাগর স্বরূপ। সাগরে কত মণি মুক্তা প্রবালাদি বহুমূল্য রত্ন আছে; আবার হাঙ্গোর কুম্ভীরাদি বিকট পদার্থও আছে।

নিমে দত্ত স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা। কিন্তু মদ্যপান দোষে তাহাকে অপবিত্র করিয়াছে; তাহার প্রকৃতিকে স্থল বিশেষে পশূচিত করিয়াছে। গোকুল বাবু দ্বারবান দিয়া তাহাকে বাটীর সম্মুখ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। গোকুল বাবুর কোন দোষ ছিল না। সকল ভদ্রলোকেই সেইরূপ করিত। নিমে দত্ত বদ্ধ মাতাল। মদ খাইয়া খাইয়া স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শিষ্টাচরণে তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব হইত। তাড়াইয়া না দিয়া কি করিবে? কিন্তু নিমে দত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। নিমে দত্ত সমাজ হইতে যেখানে যত অনাদর প্রাপ্ত হইয়াছে, সমাজের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়া আছে, তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে যে গরল সঞ্চিত হইয়াছে, গোকুল বাবুর ব্যবহারে এক কালে সমগ্রগুলি জাগরিত হইয়া উঠিল। গোকুল বাবুই তাহার চক্ষে সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইলেন। যে দ্বেষানল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্যস্বরূপ না পাইয়া সংযতরশ্মি ছিল, যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাগুলি কখন অটলকে কখন কাঞ্চনকে কখন নকুলেশ্বরকে তাপিত করিয়া তৃপ্ত হইত, তাহা গোকুল বাবুর ব্যবহারে এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় সেবায়

প্রাপ্তমালিন্য পবিত্রবুদ্ধি ঘোরতররূপে মলিন হইল; গোকুল বাবুকে পরিশোধ দিবার বাসনার সঙ্গে অতি জঘন্য ভাবের উদয় হইল ;—

"ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপরে মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেব তবে ছাড়বো — তোমার সদর দরজা বন্ধ থাক্‌বে তোমার অন্দরে ঢুক্‌বো — শালা মাগমুখো !"

নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্র বুদ্ধি মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু এককালে বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ কুৎসিত ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও তথায় ব্যাপক কাল স্থান পায় না। স্থির ভাবে বিবেচনার প্রয়োজন হইলেই তিরোহিত হয়। স্বাভাবিক হেয় প্রকৃতি অটলবিহারী গোকুল বাবুর পত্নীকে অধিকার করিবার প্রস্তাব করিলে নিমে দত্তের পবিত্রতার পুনঃ প্রকাশ হইল ; ঘৃণাসহকারে অটলকে এইরূপ উত্তর দিল ;—

"গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব করো না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও।" অটল সে কথা শুনিবে কেন ? অপ্রত্যক্ষ ফলাফলের অনুরোধ বুঝিবে কেন ? সে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল —

"কাল আমাদের বাড়ীর ভিতরে মেয়ে কবি হবে, গোকুল বাবুদের মেয়েরা সব আস্‌বে, সে সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায়

আনিস্।" প্রস্তাব শুনিয়া স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা নিমে দত্ত আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণা ও কোপ সহকারে উত্তর করিল —

"একি ভদ্র লোকে পারে ?"

অটলের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত। আপত্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নিমে দত্তকে কহিল,

"মদ খেতে পার ? কেশবের বেশ্যাকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার ?"

নিমে দত্ত এ সকল কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করিত না ; কিন্তু অটলের প্রস্তাবিত কর্ম্মকে অতি জঘন্য জ্ঞান করিত। আপনার দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত উত্তর করিল,

"I dare do all that may become a man ;
Who dares do more is none."

অটল নিমে দত্তের সুরাসক্তির কথা বিলক্ষণ জানিত, মদ্য-বৈকল্য উপস্থিত হইলে তাহার স্বাভাবিক সাধু প্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে বুঝিত। পর দিবস তাহার পাপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে, মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;—

"একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্য পান) বড় মজা হবে এখন — নিমে যে মদ খেয়েছে আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বল্‌বে না।"

নিমে দত্তের সাধু প্রবৃত্তি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বলবতী ছিল। বরাবর অটলকে গালি দিয়াছে, নিবারণ করিয়াছে। অবশেষে সুরাপিশাচী দ্বারা যখন এককালে অধিকৃত হইল, তখন

গোকুল বাবুর উপর পূর্ব্বসঞ্চিত দ্বেষ বশতঃ অটলের পাপ ব্রতে যোগ দিল। অটল কহিল,

"আমাকে তুই গোকুল বলে ডাকিস্।

নিম। Bloody bawdy villain!
Remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain.

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মদ্য পান) খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) গোকুল বাবু?

অট। কি বল্‌চো?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্রলোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্ম শাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই — The inequities of the husband are visited on the wife to the third and fourth generations".

নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্রতার অন্য অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অটলকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু বারাঙ্গনা বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করে নাই,—

"বাবা আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।"

যেখানে অটল গোকুল বাবুর স্ত্রীকে আনিবার কথা নিমে

দত্তকে বলিতেছে, সেখানে নিমে দত্ত তাহাকে বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে।

"গৃহস্থের মেয়ে বার্ কর্‌বের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাবুকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ তোমার মেগের কাছে যাও।"

পত্নী-প্রেম অটলের ভাল লাগিবে কেন? বিশেষতঃ নিমে দত্ত স্বয়ং পত্নীকে অবহেলা করিত। অটল উত্তর করিল "তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।"

এই কথা নিমে দত্তের মনে বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগিল। নিমে দত্তের প্রধান দোষ মদ্যপরায়ণতা। বোধ করি অগ্রে মদ্য পরায়ণতা তাহার এক মাত্র দোষ ছিল। কিন্তু নিমে দত্ত সম্বল বিহীন। শ্যালকের বাড়ীতে থাকিয়া কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত। মদ খাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? সুতরাং তাহাকে বড় মানুষ মাতালদের সঙ্গে ফিরিতে হইত। বড় মানুষ মাতালদের প্রধান তীর্থ বেশ্যালয়। নিমে দত্তের বেশ্যা-লয়ের সঙ্গে পরিচয় হইল; স্বাভাবিক পবিত্র চিত্তে মালিন্য ধরিল। ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিল, মালিন্য ঘনীভূত হইল, নিমে দত্তকে ইন্দ্রিয়াশৌচ স্পর্শ করিল। পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আর অবকাশ নাই, অবকাশ থাকিলেও আর ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়ের পূজা ষোড়শোপচারে করিয়া আর স্বল্পোপচারে করিতে তৃপ্তি হইবে কেন? পত্নীর সঙ্গে ভিন্নভাব হইতে লাগিল,

দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থগিতপ্রায় রহিল। কিন্তু স্বভাবের শক্তি প্রাণান্তেও যায় না। স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহার শক্তি অনু-তাপের রূপ ধারণ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। এ অনুতাপাগ্নি তুষানলের ন্যায় সর্ব্বদাই পুড়িতেছে। অটলের টেবিলে নকুলের বাগানে কাঞ্চনের পুরীতে যেখানে যখন থাকে, এ অনল তাহার অন্তরাত্মার ভিতরে থাকিয়া পুড়ে। সুরাসমুদ্রে পুনঃ নিমজ্জন করিলেও ইহার দাহিকাশক্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। এই অনলতাড়নায় নিমে দত্তের মগুবিকার আরও বিকৃত ভাব ধারণ করে, আন্তরিক কটুতা আরও কটু হইয়া উঠে। নিমে দত্তের এই অনুতাপের প্রকাশ গ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে, কিন্তু ইহা হইতে তাহার যে মর্ম্মযাতনা হইয়া থাকে, তাহা অটলবিহারীর এই কথাতে যেমন প্রকাশ আছে, তেমন আর কুত্রাপি নাই। অটল তাহাকে পত্নীসহবাসী হইতে বলিবা মাত্র, নিমে দত্তের মর্ম্মাভ্যন্তরস্থ অগ্নি বিলোড়িত হইল, শতশিখা বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অন্তরাত্মাকে গ্রাস করিল। নিমে দত্ত যাতনায় অধীর হইয়া বলিল,

"Thou stickest a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি!"

দীনবন্ধু বাবু সধবার একাদশীতে এই পাত্রের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে যে অনাবশ্যক অশ্লীল কথা আছে, আমরা তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রদানের অনুরোধ করি না। কিন্তু নিমে দত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথার ব্যবহার করিতে

হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমে দত্ত — ইহশরীরে নরকযাতনাভোগের আদর্শস্বরূপ। পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরক যাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়। নিমে দত্তের প্রকৃতি দুইটী পরস্পর বিষম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটী দেবোচিত, একটী পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত ভাগকে পরাভূত করিয়াছে; দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়াও রোষানল বিস্তার পূর্ব্বক পিশাচোচিত ভাগকে তাড়না করিতেছে। সে তাড়নায় পিশাচোচিত ভাগ আরও উত্তেজিত হইতেছে, আরও প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছে; দেবোচিত ভাগ রোষানলকে আরও উজ্জ্বল করিতেছে, আরও প্রখর করিতেছে। এই নিমে দত্ত, এই নরক। সধবার একাদশী প্রহসন বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রহসনের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী অল্প গ্রন্থ দেখিয়াছি।

নাটকের পাত্র।

আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতির যে উপাদানগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ উন্নতিকাম, অপরিমিত মদ্যপানে উন্নতিকামনা বিফল হইয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সহৃদয়, উন্নতিকামনার বিফলতা-প্রযুক্ত সহৃদয়তা কটুতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ তেজস্বী, পানদোষে তেজস্বিতা মলিন হইয়াছে।

নিমে দত্ত স্বভাবতঃ পবিত্রবুদ্ধি, মদ্যপানের আনুষঙ্গিক দোষে চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়াছে। নিমে দত্ত বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, সর্ব্বদা অপরিমিত মদ্যপানে বায়ুবিকৃতি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। নেসার সময়ে নিমে দত্তের এই যে বায়ুবিকার দেখিতে পাওয়া যায়, নেসার অবসানে কিয়দংশ স্থায়ী হইয়া রহে কি না; তাহার নিরূপণ করা কঠিন। গ্রন্থকার নিমে দত্তের নেসা না থাকা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই; কিন্তু নেসার সময়ে তাহার যেরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার বায়ুর আংশিক বিকৃতি স্থায়ী হয় বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

দোষে গুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রের রচনাতে কল্পনা শক্তির বিশেষ প্রকাশ পায়। দোষে গুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রই নাটকের উপযোগী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাটকের পাত্রগণ মানবোচিত প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি দোষ গুণ জড়িত হয়। নিরবচ্ছিন্ন দোষ মনুষ্যে থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন গুণও মনুষ্যে থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণ কেবল আমাদের কল্পনা-ভাণ্ডারেই থাকে। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণ আমরা মানবপ্রকৃতি হইতে ভিন্ন করিয়া মনে মনে ভাবিয়া থাকি। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণের বর্ণনা রচনাভেদে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, রসাত্মক রচনাবিশেষেও সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়া তাহা নাটকের পক্ষে উপযোগী নহে। কাব্যরচনার মধ্যে নাটকরচনা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি সাপেক্ষ তাহার একটী প্রধান কারণ ইহাই। আমাদের দেশে

এক্ষণে যে সমস্ত নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে নাটকোচিত প্রকৃতিরচনার নিতান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু বাবুও এ অভাবদোষ হইতে এককালে মুক্ত নহেন। তাঁহার রচিত অন্য নাটকে এবং এই সধবার একাদশী গ্রন্থের অন্য স্থলেও এই দোষের প্রকাশ আছে। কিন্তু নিমে দত্তের রচনাবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সে নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত সাধুবাদ করি, এবং ভবিষ্যৎ রসগ্রাহী লোকেও সাধুবাদ করিবেন।

কেহ কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন, একটা মাতালের বর্ণনা করাতে দীনবন্ধু বাবুর এতই কি প্রশংসার বিষয় হইয়াছে? কারণ মাতালের বর্ণনা যদিও ঠিক হইয়া থাকে, তথাপি প্রথমতঃ, তদালোচনায় সমাজের কোন উপদেশ লাভ নাই, দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে কবিত্বশক্তির নীচবৃত্তিপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ বিবেচনা আমাদের বোধে অনিষ্টকর। ইহাতে রসাত্মক রচনার প্রকৃত মর্ম্মাববোধের ব্যাঘাত জন্মায়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতির উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কার্য্য, নীতিশাস্ত্রের কার্য্য। রসাত্মক রচনার কার্য্য অন্যবিধ। রসাত্মক রচনা হইতে উপদেশ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে উপদেশ তাহার পরোক্ষ ফল। রসাত্মক রচনার যে প্রকৃত কার্য্য, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই সে পরোক্ষ ফল ফলে। রস ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত ধর্ম্ম-নীতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট

যে, উভয়কেই একই পদার্থের রূপভেদ মাত্র বলিলে বলা যায়। এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, রসসংযোগ থাকিলে ধর্ম্ম-নীতি মানব হৃদয়ে যে অনায়াসপ্রবেশ প্রাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মনীতির উপদেশ তাহা কখনই প্রাপ্ত হয় নাই। এ কথা প্রসিদ্ধই আছে। নীতি-উপদেষ্টৃগণের মধ্যে অনেকে গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। গল্পচ্ছলে, অর্থাৎ উপন্যাসগত রসসংযোগে। রসস্পর্শে হৃদয়ের আয়তন বৃদ্ধি হয় — হৃদয় উন্নত হয়, বিস্তৃত হয়। বহিরিন্দ্রিয় কয়েকটীর পরিতৃপ্তি ভিন্ন এ সংসারে যে অধিকতর সুখপ্রদ পদার্থ আছে, তাহার উপদেশ দেয়। জগতের রহস্য সমস্তের সমাচার দেয়। এই ভবযন্ত্র হইতে অহর্নিশ যে দৈব সঙ্গীত নিঃসৃত হইতেছে, তৎশ্রবণে অধিকারী করে। প্রকৃত রস মাত্রেই পবিত্র; এমন যে আদি রস সেও পবিত্র। কবি বলিয়াছেন, নায়কের মনে এই রসস্পর্শ-মাত্রেই —

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট।"

মনের এই কবাট খোলাই রসের কার্য্য। মনুষ্য জীব-প্রকৃতি-সুলভ ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদাই কবাট আটিয়া রাখে। কুলা ধুচুনি প্রভৃতি দুই চারি খানি সামান্য সামগ্রী কুটীরের মধ্যে রাখিয়া দৃঢ়রূপে কবাট বন্ধ রাখে। এ কবাট খোলে কে? রস। কখন করুণরস খোলে, কখন অন্য রস খোলে। কিন্তু রস ভিন্ন কাহারও খুলিবার সাধ্য নাই। নীরস নীতি-উপদেশ এ কবাট খুলিতে পারা দূরে থাকুক, ইহার সংযোগরন্ধ্র দিয়াও অন্তঃপ্রবেশ

করিতে পারে না। তবে খোলা কবাট পাইলে প্রবেশ করিতে পারে বটে। কিন্তু তাহাও রসের অনুগ্রহে।

প্রকৃত রসের সৃষ্টি হইলেই তাহা উপদেশপ্রদ হয়। রসাত্মক বচনার কার্য্য, প্রকৃত রসের সৃষ্টি করা। রসাত্মক রচনার উপ-করণ যেরূপ হউক না কেন, রসের সৃষ্টি হইলেই তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইল। মালিনী হউক, আর নিমে দত্ত হউক, যুধিষ্ঠির হউক, আর রামচন্দ্রই হউক, যে কোন অবলম্বনে রসের অবতারণা করিতে পারিলেই, তাহার পরোক্ষ ফলস্বরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, হৃদয়ের উদ্দীপন সম্পাদিত হয়। হৃদয়কে আলোকিত করিবার বহ্নি যে কোন উপকরণ হইতে আহৃত হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যরসের মাহাত্ম্য কেবল ইহার নিজের প্রকৃতি ও নিজের পূর্ণতার উপর নির্ভর কবে। অবলম্বন সামগ্রীর উত্তমতা-গুণে অপ্রকৃত রসের উৎকর্ষ হয় না, অবলম্বন সামগ্রীর অধমতা-দোষে প্রকৃত রসের অপকর্ষ হয় না। রস নিত্য পবিত্র পদার্থ।

দীনবন্ধু বাবু লোকসমাজের আদর্শস্থলীয় পুণ্যশ্লোকস্বরূপ কোন পাত্রের রচনা না করিয়া, নিমে দত্তের সদৃশ মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারীর রচনা করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমরা তাঁহার কবিত্ব শক্তিকে নীচবৃত্তিপ্রিয় বলিতে পারি না। আমরা আবার বলিতেছি, অবলম্বনের উত্তমতা বা অধমতার প্রতি রসাত্মক রচনার উত্তমতা বা অধমতা নির্ভর করে না। অবলম্বন অতি উত্তম হইলেও রচনা অধম হইতে পারে। অবলম্বন অধম হইলেও রচনা উত্তম হইতে

পারে। রসাত্মক রচনার প্রতি তাহার অবলম্বন সামগ্রীর উপযোগিতা কিরূপ আছে, রচনার গুণাগুণ বিচার সময়ে কেবল তাহারই বিবেচনা করিতে হইবে। রোগের উপযোগী অর্থাৎ উপশমকারী হইলেই ঔষধ প্রশংসনীয় হয়; নতুবা স্বর্ণমুক্তা-প্রবালাদি মহার্হ দ্রব্যজাত হইলেই প্রশংসনীয় হয় না, অথবা অনায়াসপ্রাপ্য সর্ব্বজনবিদিত সামান্য সামগ্রী হইলেই অবজ্ঞের হয় না। অবলম্বনের উপযোগিতা ধরিয়াই রসাত্মক রচনার বিচাব, অবলম্বনের সাধুতা অসাধুতা ধরিয়া বিচার নহে।

এই সঙ্গে আমরা আর একটী ভ্রমের উল্লেখ করিব। এই ভ্রমটী অনেকের মধ্যে আছে। এমন কি বিশেষ ইংরাজী ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা বিবেচনা করেন, কোন কবি উচ্চদরের নায়কের রচনা না করিয়া সামান্য দরের নায়কের রচনা করিলেই যেন অপরাধী হইল। বেদব্যাস দোষগুণ জড়িত ধৃতরাষ্ট্রের রচনা করিয়াছেন, দীনবন্ধু বাবু দোষগুণ জড়িত নিমে দত্তের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র উচ্চদরের পাত্র, নিমে দত্ত সামান্য দরের পাত্র। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের বিবেচনায় দীনবন্ধু বাবু অপরাধী। এই বিবেচনাটী নিতান্ত ভ্রান্ত। পাত্র-রচনা বা রসাত্মক রচনার মধ্যে উচ্চদর সামান্য দর আছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া যাহারা 'উচ্চদরের রচনা না করিয়া সামান্য দরের রচনা করে, তাহারা অপরাধী হইতে পারে না। একজনের

কল্পনা উচ্চদরের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠিন রসের উপযোগী, আর এক জনের কল্পনা সামান্য দরেব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সহজ রসের উপযোগী। উভয়েই আপনাপন সঙ্কল্পিত বিষয়ের সুসাধন করিয়াছে; উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে প্রশংসনীয়। তবে ইহাদের মধ্যে যদি তারতম্য করিবার প্রয়োজন হয়, তবে একের প্রশংসা অধিক হইবে, অপরের প্রশংসা অল্প হইবে; নতুবা যে সহজ রসের রচনা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে কখনই অপরাধী করিতে পারা যায় না। তুমি পোলাও রাঁধিতে ভাল পাবিয়াছ, আমি পুঁই শাক রাঁধিতে ভাল পারিয়াছি। তুমিও প্রশংসাব যোগ্য, আমিও প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু আমি পোলাও রাঁধি নাই বলিয়া কখনই নিন্দার পাত্র হইতে পারি না। মানবসমাজেব সুখপ্রবাহ বর্দ্ধনার্থ বিধাতা যাহাকে যেমন সামর্থ্য দিয়াছেন, সে শ্রদ্ধাসহকারে তদনুযায়ী ভার গ্রহণ করিবে। সে ভারবহনে কৃতকার্য্য হইলে তাহার নিকটে মানব সমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। নতুবা সে অপেক্ষাকৃত কঠিন ভার গ্রহণ করে নাই বলিয়া তিরস্কারের পাত্র হইতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি বিধাতৃ-প্রদত্ত সামর্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া তদতীত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে যায়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত তিরস্কারের পাত্র। দীনবন্ধু বাবু নিমে দত্তের সদৃশ সামান্য দরের পাত্ররচনার সামর্থ্য পাইয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ী রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় উচ্চদরের পাত্র রচনা করেন নাই বলিয়া তিনি তিরস্কারযোগ্য হইতে পারেন না।

নায়ক বিপর্য্যয়।

নিমে দত্তের প্রকৃতি রচনাতে কি প্রকার সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তাহার প্রকৃতির কবিকর্ত্তৃক স্পষ্ট ও যথাযথ কল্পনা এই সঙ্গতি রক্ষার যে প্রধান কারণ তাহাও বুঝিয়াছেন। অতএব সধবার একাদশীর নায়ক অটলবিহারী ইহার প্রকৃত নায়ক না হইয়া, নিমে দত্ত যে কারণে ইহার প্রকৃত নায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বিশেষ কঠিন বোঁধ হইবে না। অটলবিহারীকে কবি স্পষ্ট দেখিতে পায়েন নাই। নিমে দত্তকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, নিমে দত্তের প্রকৃতি কবির হৃদয়কে প্রবলরূপে অধিকার করিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে নিমে দত্তের ব্যবহার ও নিমে দত্তের উক্তি প্রত্যুক্তি অধিক করিয়া দিয়াছেন, যত্ন পূর্ব্বক যে চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার প্রধানাংশে নিমে দত্তের শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কাজেই সে চিত্রপটের মধ্যস্থলীয় মূর্ত্তি নিমে দত্ত হইয়াছে। যথাস্থলে কল্পনাশক্তির মালিন্য এবং অযথাস্থলে কল্পনাশক্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তিই এই নায়কবিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছে। এরূপ কারণে এরূপ নায়কবিপর্য্যয় ঘটা কাব্য রচনার মধ্যে তত অসাধারণ নহে। অন্য কবিগণের রচনাতেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় কবিদের কথায় কাজ নাই, মেঘনাদ বধের নায়ক ইন্দ্রজিৎ না হইয়া রাবণ হইয়াছে। এই নায়ক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্যেরও অল্প বা অধিক

পরিমাণে বিপর্য্যয় হয়। কারণ, গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য প্রধানতঃ নায়কের প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। নায়কের বিপর্য্যয় ঘটিয়া ইতর পাত্র নায়কস্থলীয় হইলে তাহারই প্রকৃতির অনুসারে গ্রন্থের তাৎপর্য্য হয়। সধবার একাদশীতেও এইরূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু অল্প পরিমাণে। সধবার একাদশীর মূল তাৎপর্য্য ছিল মদ্যপানের দোষ প্রদর্শন করা। গ্রন্থের নাম-পত্রিকায় যে তিনটী ইংরাজী কবিবাক্য উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতেই এই তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায়। নায়কের বিপর্য্যয় হওয়াতে, অর্থাৎ মদ্যপানে নবব্রতী অটলবিহারীর সদৃশ পাত্রের স্থলে সুরাসমুদ্রবিহারী নিমে দত্ত নায়ক হওয়াতে সে তাৎপর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়াছে, পানদোষ নিবন্ধন উত্তরোত্তর প্রকৃতিবিকৃতি প্রদর্শিত না হইয়া, ঘোর মদ্যোন্মত্ততারই ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্য এমন স্পষ্ট রূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, যাঁহারা নিমে দত্তের জটিল প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা এই গ্রন্থকে সুরাপান দোষের তাদৃশ প্রতিপাদক জ্ঞান করেন না।

যাঁহারা নিমে দত্তের প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহাদেরও চক্ষে ইহার সে তাৎপর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন বোধ হয়। নিমে দত্তের প্রকৃতি গোড়ায় মদ্যদোষে বিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে সে বিকৃতিপ্রকাশের সঙ্গে নিমে দত্তের উত্তম ও অধম প্রবৃত্তির পরস্পর বিরোধেরও অধিক প্রকাশ আছে। সুবোধ পাঠক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ে নিমে দত্তের প্রকৃতি উত্তরোত্তর বিকৃত হইতেছে না দেখিয়া, পূর্ব্বঘটিত বিকৃতির কারণে

তাহার আন্তরিক যাতনা ভোগেরই অধিক লক্ষণ দেখিতে পায়েন। সুতরাং যদিও ইহাতে সুরাসক্তির দোষ প্রাকতঃ প্রতিপন্ন হইতে থাকে বটে, তথাপি সে দোষকে, এক ক্ষেত্রগত উত্তম ও অধম প্রবৃত্তির পরস্পর বিরোধের এক পার্শ্বে, দেখিতে পাওয়া যায়; পাঠকের সম্মুখে গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য না থাকিয়া অন্য তাৎপর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অন্য তাৎপর্য্য আবার এরূপ গুরুতর ও গাঢ়তর রসের উদ্দীপক, ইহাতে পাঠকের হৃদয় এরূপ অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে অধিকৃত হয় যে, গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য পাঠকের চক্ষে আরও ম্লান হইয়া পড়ে, আরও ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ পূর্ব্বক পার্শ্বে অবস্থান করিতে থাকে। তথাপি গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট এই তাৎপর্য্য গ্রন্থের তাৎপর্য্যের সঙ্গে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, একের দ্বারা অন্যের পরিস্ফুট প্রকাশ পায়, এবং চরম ফলের দ্বারা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। এই প্রযুক্ত এ স্থলে নায়কবিপর্য্যায় ঘটিয়া মূল তাৎপর্য্যের যে বিপর্য্যায় ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট হইলেও বুদ্ধিমান পাঠকের নিকটে তাহার পরিমাণ অতি অল্প।

নিমেদত্ত ও শ্রীনাথ।

সধবার একাদশীর মূল তাৎপর্য্য যেরূপ গুরুতর হইয়াছে, তাহাতে এ তাৎপর্য্য কোন ক্রমেই প্রহসনের উপযোগী হইতে পারে না। প্রহসনের রস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়া আবশুক।

গুরুতর রসের প্রাচুর্য্য থাকিলে হাসি না আসিয়া অন্য ভাব আইসে। তথাপি সধবার একাদশী যথেষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক। ইহার কারণ নিমে দত্তের গভীর ও অনুতাপতাড়িত প্রকৃতির উপরে আবরণ স্বরূপ একটী তরল ভাব আছে। সেই তরল ভাব তাহার ব্যবহৃত ভাষাতে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতে থাকে। নিমে দত্ত ইয়ারের চূড়ামণি। ইয়ারদের ভাষাতে অন্য যত দোষ থাকুক, তাহাতে হাস্যরসোদ্দীপক বিচিত্র কল্পনা ভঙ্গী থাকে। দীনবন্ধু বাবু এই প্রকার গাঢ় প্রকৃতি ইয়ার রচনা করিতে খুব পটু। লীলাবতী নাটকের শ্রীনাথ ইহার উদাহরণ। শ্রীনাথ নিমে দত্তের ঠিক প্রতিরূপ নহে, কিন্তু নিমে দত্তের অনুরূপ পাত্র বলিয়া বোধ হয়। শ্রীনাথও নিমে দত্তের ন্যায় অসঙ্গত সহিতে পারে না। শ্রীনাথেরও প্রকৃতিকে পানদোষাদি স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু নিমে দত্তের প্রকৃতির ন্যায় বিকৃত হইয়া যায় নাই। নিমে দত্ত আগে সহৃদয় ছিল, পরের দুঃখে কাতর হইত; শ্রীনাথ তত বিকৃত হয় নাই, তাহার সহৃদয়তা অপ্রতিহত আছে, পরের দুঃখে কাতরতার অনুভব করে। নিমে দত্তের প্রকৃতি বলিষ্ঠ, অন্য লোকের উপরে অদ্যাপি আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ; শ্রীনাথেরও প্রকৃতি বলিষ্ঠ, ভাল লোকেরাও বিপদ দেখিলে শ্রীনাথের সহৃদয়তা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেন। হেমচন্দ্র সারদাসুন্দরীকে সংবাদ দিল, নদের চাঁদের সঙ্গে লীলাবতীর সম্বন্ধ হইয়াছে। সারদাসুন্দরীর ভয় ও বিস্ময়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীনাথকেই মনে পড়িল; ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মামা রাজি হয়েচেন?" আবার, সারদাসুন্দরীর নিকটে

লীলাবতী আপনার মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া রোদন করিল; সারদাসুন্দরী কাতর হইয়া কহিল,

"সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই? কেঁদনা, কেঁদনা, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। মামা বলেচেন এ বিয়ে হতে দিবেন না।"

লীলাবতী শ্রীনাথের উপরে অনেক নির্ভর করিত, কিন্তু হরবিলাসের ধনুর্ভঙ্গপণ স্মরণ করিয়া বলিল, "বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন্, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?"

আবার যেখানে হরবিলাস লীলাবতীর অচৈতন্যাবস্থা দর্শন করিয়া কাতর হইতেছেন, সে অচৈতন্যাবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিয়া আক্ষেপযাতনা ভোগ করিতেছেন, সেখানেও তাঁহার স্মরণপথে শ্রীনাথ উপস্থিত হইল, শ্রীনাথের কথাই যে পরম শুভকরী, তাহা তাঁহার মনে পুনরায় দৃঢ় বোধ হইতে লাগিল।

"আহা! জননী আমার এত মলিন, তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন। * * * শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়ঃ।"

শ্রীনাথের প্রকৃতি নিমে দত্তের প্রকৃতির ন্যায় তত গাঢ় বা উন্নত নহে, তথাপি ইহার রচনা যেমন স্পষ্ট ও যথাযথ হইয়াছে, লীলাবতীর অন্য কোন পাত্র তেমন হয় নাই। শ্রীনাথকে যেন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে যেন আলাপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে থাকে। অথচ গ্রন্থকার ইহাকে পাত্রগণের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। প্রকৃতিরচনার এই স্পষ্টতা এবং প্রকৃতিরক্ষার

এই সঙ্গতি, কল্পনাশক্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি বশতঃই ঘটিয়াছে। নাটকের রচনাতে প্রকৃতিকল্পনার পারিপাট্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

নাটকের ভাব, অলঙ্কার ও ভাষা।

প্রকৃতি রচনা বিষয়ে পাঠকগণকে আর কিছু বলিতে হইবে না। এক্ষণে নাটকের ভাব, অলঙ্কার ও ভাষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। অন্যান্য কাব্যরচনার ন্যায় নাটকে, ভাব ও অলঙ্কারের প্রচুরতা থাকিলে সুন্দর হয়। প্রচুরতা থাকিলে সুন্দর হয়, নতুবা অপরিমিত হইলে সুন্দর হয় না; অপরিমিত ভাব বা অপরিমিত অলঙ্কার কোন কাব্যরচনার পক্ষেই শোভনীয় নহে। অপরিমিত ভাবে ও অপরিমিত অলঙ্কারে কাব্যরচনার মূল বিষয় চাপা পড়ে। কাব্যরচনার মূল তাৎপর্য্য যাহাতে প্রকাশ পাইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ভাবযোজনা ও অলঙ্কারযোজনার পরিমান স্থির করিতে হয়। নাটকের মূল তাৎপর্য্য পাত্র রচনাতেই প্রকাশ পায়, অতএব নাটকের ভাব ও অলঙ্কার এমন পরিমানে যোজিত হওয়া বিধেয় যে, যেন এক পক্ষে তাহার ক্রটি বশতঃ পাত্রগণের প্রকৃতি অপরিস্ফুট না হয়, এবং অপর পক্ষে যেন তাহার আধিক্যবশতঃ পাত্রগণের প্রকৃতি আচ্ছন্ন না হয়। ভাবযোজনা ও অলঙ্কার যোজনার এই দ্বিবিধ দোষ আমাদের সকল নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়; ভাব ও অলঙ্কারের আধিক্য জন্য দোষ দীনবন্ধু বাবুর বহুপ্রশংসিত লীলাবতী গ্রন্থে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাব ও অলঙ্কারের সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নাটক রচনা করা বিধেয় নহে। নাটকরচনা সময়ে কেবল পাত্র গণের প্রকৃতিরই উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানে পাত্রগণ আপনাপন প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সভাব ও সালঙ্কার বাক্য বলিবে, সেখানে তাহাই লেখা কর্ত্তব্য। যেখানে শাদা কথা বলিবে সেখানে শাদা কথাই লেখা কর্ত্তব্য। আমার রচনাকে ভাব ও অলঙ্কার দিয়া মনোহর করিব, পাত্রগণ ভাবশুদ্ধ ও অলঙ্কারশোভিত বাক্য না বলিলেও তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বলাইব, নাটকরচনা কালে এরূপ অনুচিত বাসনা থাকিলে প্রধান বিষয়ে ত্রুটি পড়িবে। নাটক রচয়িতার কর্ম্ম কল্পনাশক্তিকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া পাত্রগণের উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রুতবৎ স্পষ্ট অনুভব করা, এবং যেরূপ অনুভব হয় ঠিক সেইরূপ লিপিবদ্ধ করা। তাহাতে যদি বড় বড় ভাব বড় বড় অলঙ্কার আইসে, প্রশংসার বিষয় হইবে, কিন্তু না আসিলে অপ্রশংসা নাই। নিরলঙ্কার শাদা কথাতেও প্রকৃতিরচনা হইতে পারে, এবং প্রকৃতিরচনাই নাটকরচনার মুখ্য উপাদান।

নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা ক্রমেই স্থির হইয়া আসিতেছে। এখন অধিকাংশ গ্রন্থকারই কথোপকথনের ভাষাতে নাটক লিখেন। তথাপি পূর্ব্বের সাধুভাষা এককালে তিরোহিত হয় নাই। নাটকের ভাষা সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা এই মাত্র বলি, পাত্রগণ যে ভাষাতে ও যে প্রণালীতে কথা কহিলে তাহাদের

প্রকৃতি রক্ষা পাইতে পারে, সেই ভাষাতে ও সেই প্রণালীতে নাটক রচিত হওয়া নিঃসংশয়ই উচিত।

এখনকার নাটকে কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা রাজধানী হওয়া প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় সমাজে ইহার যে প্রাধান্য হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে কলিকাতা-অঞ্চলের ভাষাই উত্তরোত্তর সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ভাষা হইয়া উঠিবে। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাতে লিখিলে অন্যান্য অঞ্চলেব লোকেও বুঝিতে পারিবে, এই প্রলোভনে সর্ব্ব প্রদেশীয় নাটক প্রণেতৃগণ আপনাপন গ্রন্থের মধ্যে এই ভাষারই অবলম্বন করিবেন। এতদ্ভিন্ন, যে সকল নাটক সুরচিত বলিয়া লোকের হৃদয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই ভাষাতে বচিত হইয়াছে, সুতরাং এই ভাষা অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার অপেক্ষা অধিক মধুর, ও ভাব প্রকাশে অধিক সমর্থ বলিয়া লোকের বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধুরতা ও ভাব-প্রকাশকতা গুণের খ্যাতি একবার সংস্থাপিত হইলে এই ভাষাই লেখক সম্প্রদায়ের দ্বারা সমধিক ব্যবহৃত হইবে, এবং লেখক সম্প্রদায়ের দ্বারা যতই ব্যবহৃত হইবে, ততই ইহার মধুরতা ও ভাব-প্রকাশকতার বৃদ্ধি পাইবে। তবে ময়মনসিংহ প্রভৃতি কলিকাতার অতিদূরবর্ত্তী অঞ্চলে যদি কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নাটককবি উদ্ভূত হইয়া স্বীয় অঞ্চলের ভাষাতে প্রচুর রসাশ্রিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে কাব্যরসস্রোত সেই অঞ্চলীয় ভাষার অনুকূলে বহিতে আরম্ভ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু এরূপ ঘটনা তাদৃশ সম্ভবনীয় নহে;

কারণ রাজলক্ষ্মীর কৃপাবলে কলিকাতা সর্ব্ব প্রদেশীয় সর্ব্ববিধ গুণাগ্রগণ্য ব্যক্তি দিগকে আকর্ষণ করিয়া কলিকাতার রীতিনীতি ভাষা প্রভৃতির পক্ষপাতী করিতে সমর্থ হইবে।

অভিনয়।

অভিনয় কার্য্যের মূলীভূত নিয়ম এই যে, অভিনয়কে সাধ্যানুসারে প্রকৃত ঘটনার ন্যায় দেখাইতে হইবে। অতএব যাহাতে এই প্রধান নিয়ম রক্ষা পাইতে পারে, অভিনয়ের যাবতীয় উপকরণ তদনুযায়ী করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু অভিনয় কেবল প্রতিকৃতি মাত্র, সুতরাং ঘটনার সঙ্গে তাহার কতকগুলি অনিবার্য্য প্রভেদ থাকিয়া যায়। যাহাতে এই প্রভেদগুলি দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মোহ ভঙ্গ না হয়, অভিনয় দর্শনে দর্শক মণ্ডলীর উপরে যে ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইতেছে, যাহাতে তাহার বিশেষ অপগম না হয়, কৌশল দ্বারা তাহার উপায় বিধান করা প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত অভিনয়ের মধ্যে দ্বিবিধ উপকরণ থাকে। একবিধ উপকরণ থাকাতে অভিনয়কে প্রকৃত ঘটনার ন্যায় দেখায়। অন্যবিধ উপকরণ থাকাতে, প্রকৃত ঘটনার ন্যায় দেখাইবার যে বাধা আছে, তাহার শমতা সাধিত হয়।

অভিনয়ের মধ্যে প্রধান উপকরণ পাত্রগণ। পাত্রগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি আচরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে স্বভাবসম্মত হওয়া বিধেয়। এই প্রযুক্ত যিনি যে পাত্রের অভিনয় করিতে উদ্যত, সেই পাত্রের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার পক্ষে

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নাটকেব রচিত পাত্রের প্রকৃতি বুঝিতে না পারিলে, অথবা বুঝিবার ক্রটি থাকিলে অভিনয় না হইয়া যাত্রা হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল অভিনয় হইতেছে, তাহার মধ্যে এই ক্রটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুই এক জন ব্যতীত প্রায় অভিনেতা মাত্রকেই স্ব স্ব অবলম্বিত পাত্রের প্রকৃতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ দেখা যায়। পাত্রগণ যে যে শ্রেণীর লোক বলিয়া কল্পিত, এবং যে যে রসে রচিত, অধিকাংশ অভিনেতৃগণ ঊর্দ্ধ সংখ্যা সেই সেই শ্রেণীর আচরণ অনুকরণ করেন, এবং সেই সেই রসের অবতারণা করিতে সচেষ্ট হয়েন। কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণীব অন্তর্গত হইয়াও প্রকৃতির যে অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে, এবং কোন বিশেষ রসাশ্রিত হইয়াও প্রকৃতি বিশেষে সে রসের যে ক্রমভেদ হইতে পারে, অধিকাংশ অভিনেতৃ-গণে তাহা বুঝেন না। যিনি বিদূষক হয়েন, তিনি বিদূষকের ন্যায় আচরণ করিয়া হাস্যরসোদ্দীপন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়েন। যিনি রাজা সাজেন, তিনি রাজার ন্যায় গাম্ভীর্য্যাদি গুণ দেখাইতে পারিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল জ্ঞান করেন। কিন্তু বিদূষকদের মধ্যেও প্রকৃতিভেদ থাকে, এবং রাজগণের মধ্যেও প্রকৃতিভেদ থাকে, এ কথা সকল অভিনেতা বুঝেন না, অথবা মোটামোটি বুঝিলেও তাহা অভিনয়কালে রক্ষা করিতে পারেন না। এই প্রযুক্ত পাত্রগণের স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভাবগুলিও হৃদয়ঙ্গম করা অভিনেতৃগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

কোন কোন স্থলে এমনও হইতে পারে যে, কোন অভিনেতা নিজ অবলম্বিত পাত্রের সূক্ষ্ম প্রকৃতি এক প্রকার বুঝিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রকৃতি নাটকের মূল তাৎপর্য্যের সঙ্গে মিলে না। এরূপ স্থলে সেই অভিনেতাকে সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এই প্রযুক্ত কোন্ অভিনেতা নিজ অবলম্বিত পাত্রের প্রকৃতি কিরূপ বুঝিয়াছেন, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ; এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে অভিনয় মাত্রেতেই নাটকরসাভিজ্ঞ এক এক জন দলপতির আবশ্যক। ঐকজন দলপতি ভিন্ন কোন অভিনয়ে যেন অধিক দলপতি না থাকে। নাটকের মূল তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই অভিনয়ের উপকরণ বিন্যাস করা আবশ্যক। দুই জন কর্ত্তা হইলে মূল তাৎপর্য্যাববোধের গোলযোগ হইতে পারে, সুতরাং কতকগুলি উপকরণ এক ভাবে বিন্যস্ত, অন্য উপকরণগুলি অন্য ভাবে বিন্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। এ দোষ অতি গুরুতর। এত গুরুতর যে, একজন দলপতি নাটকের মূল তাৎপর্য্যকে কিঞ্চিৎ ভুল বুঝিয়াও, যদি সেই ভুল তাৎপর্য্যের প্রতি যাবতীয় উপকরণগুলি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহাতেও সেরূপ ক্ষতি নাই।

অভিনেতৃগণ যে যে পাত্রের অভিনয় করিবেন, তাহাদের সূক্ষ্ম প্রকৃতিগুলি বুঝিয়াছেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার কথা বলিয়াছি। এই পরীক্ষা, মুখে জিজ্ঞাসা না করিয়া অভিনয় করাইয়া করিলেই ভাল হয়।

৫

মনের মধ্যে যাহা বুঝিতে পারা যায়, সকলে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না। এমন হইতে পারে যে, কোন অভিনেতা নিমে দত্তের প্রকৃতিটী পরিপাটী রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু মুখে বর্ণনা করা কঠিন বা অসাধ্য বোধ করে। এই কথার উদাহরণ আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই। অনেক মনুষ্য এমন আছে যে, লোক বিশেষের ঠিক নকল করিতে পারে, কিন্তু যাহার নকল করিতেছে সে কি প্রকার মনুষ্য তাহা বর্ণনা করিতে পারে না। প্রাচীন কবি বর্ণিত যৌবনের ন্যায় রসানুভবও দুই প্রকার আছে; এক অজ্ঞাত, দ্বিতীয় বিজ্ঞাত।

অনেকের এমন বোধ আছে যে, যাহারা যে বিষয়ে কৃতকর্ম্মা, তাহারাই সেই বিষয়ের অভিনয় উত্তমরূপে করিতে পারে। অর্থাৎ যে মাতাল, সে ব্যক্তি মাতালের অভিনয় ভাল করিবে। যে কৃপণ, সে ব্যক্তি কৃপণের অভিনয় ভাল করিবে। এ কথাটী কতক দূর সত্য। নাটকের মধ্যে এ প্রকাব পাত্র যদি নিতান্ত অপ্রধান হয়, মোটামোটি মাতালের বা কৃপণের আচরণ প্রদর্শনই যদি সে পাত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রকৃত মাতাল বা কৃপণের দ্বারা অভিনয় সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু নাটকমধ্যে সে পাত্র যদি প্রধান স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সূক্ষ্ম প্রকৃতিরও বিকাশ থাকে, তবে প্রকৃত মাতাল বা প্রকৃত কৃপণের দ্বারা অভিনয় সুসম্পন্ন হইবার অবশ্যম্ভাবিতা নাই। মাতাল বা কৃপণ হইলেই অন্য মাতাল বা অন্য কৃপণের সূক্ষ্ম প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এমন কোন কথা নাই। পাত্রগণের সূক্ষ্ম প্রকৃতি বিকাশের দ্বারাই নাটকের রচনা হয়;

অতএব যে ব্যক্তি সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি আয়ত্ত করিতে পারে, সে কৃতকর্ম্মা হউক বা না হউক, কেবল তাহার দ্বারাই সুচারু অভিনয় হইবার সম্ভাবনা।

পাত্রগণের অঙ্গভঙ্গি অভিনয়ের মধ্যে একটী প্রধান সামগ্রী। অনেক সময়ে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা হৃদয়ের ভাব যেরূপ ব্যক্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। বুদ্ধিমান অভিনেতৃগণে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা সাধ্যানুসারে আপনাদের শরীর সংযত রাখেন, এবং কেবল প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা করেন। যিনি দলপতি যাবতীয় অভিনেতৃগণের অঙ্গচালনার উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অঙ্গভঙ্গির বিষয়ে বিশেষ বলিলে একখানা পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। কোন্ অঙ্গভঙ্গি কোন্ রসের কত উদ্দীপক, তদ্বিষয়ে সকলের মত সমান নহে। যাহার যেমন অভ্যাস, যেমন উপদেশ, ও যেমন সংস্কার আছে, তাহার হৃদয়ে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তদনুযায়ী ও তৎপরিমিত রসের আবির্ভাব হয়। তথাপি সকল সমাজেই এ বিষয়ে স্থূলতঃ ঐক্য থাকে, সন্দেহ নাই। দলপতির কর্ত্তব্য, স্বকীয় বিশেষ সংস্কারকে পরিত্যাগ করিয়া, অধিকাংশ লোকের সংস্কারানুযায়ী অঙ্গভঙ্গির উপদেশ প্রদান করেন। অল্প কথায় বলিতে হইলে, এ স্থলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ধীরপ্রকৃতি ও গাঢ়প্রকৃতি পাত্রের অভিনয়ের সময়ে,

এবং অনতিপ্রচণ্ড রসের ও গাঢ় রসের অবতারণা কালে অঙ্গ ভঙ্গি অল্প হইলেই ভাল।

উক্তি প্রত্যুক্তি বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। উক্তি প্রত্যুক্তি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া বলিতেছে, যেন এরূপ না শুনায়। সকল কথাই পাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ ও তত্তৎ কালোচিত প্রণালীতে বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আরও বিশেষ করিয়া না বলিলে বুঝিবেন না, তাঁহাদের এ প্রবন্ধ পাঠে ফললাভ নাই।

দুইটী স্থলে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ বিপর্য্যয় না করিলে চলে না। প্রথম, কথোপকথন এমন উচ্চস্বরে করিতে হয় যে, যেন শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয়, স্বগত উক্তিগুলিও উচ্চস্বরে করিতে হয়। কিন্তু এ দুই স্থলে অভিনেতৃ-গণের অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ স্বভাবের অনুযায়ী হওয়া উচিত, এবং সুকবিগণে স্বগত উক্তিগুলিকে বিশেষ সরস করিয়া সাধ্যানু-সারে তাহার স্বভাববিরূপতা দোষ গোপন করেন।

বেশভূষা পাত্রগণের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অভ্যাসের অনুমত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন কালের বা ভিন্ন দেশের মনুষ্যকল্পনা করিয়া যে অভিনয় হয়, তাহাতে সেই কালের বা সেই দেশের উপযোগী বেশ ভূষা থাকা উচিত। এ বিষয়টী কেবল অর্থ সাপেক্ষ, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার নাই।

অভিনয়ের অন্য উপকরণ, চিত্রপটের ও রঙ্গভূমির পারিপাট্য। এ উভয়ও অর্থ সাপেক্ষ, তথাপি বুদ্ধিমান্ অভিনেতৃগণে যত্ন

করিলে এ উভয় বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারেন। চিত্রপট সমস্ত অভিনীত বৃত্তান্তের সম্যক্ সঙ্গত হওয়া কর্ত্তব্য। আজি কালি রঙ্গ-ভূমির সম্মুখে গ্রীক ছবি দিবার রীতি হইয়াছে। এ রীতিটী নিন্দনীয়।

রঙ্গ-ভূমি যথেষ্ট পরিসরবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পাত্রগণ বঙ্গ-ভূমির এমন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া কথোপকথন করিবে যে, যেন তাহাদিগকে সকলে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

এক গর্ভাঙ্ক শেষ, অন্য গর্ভাঙ্ক আরম্ভ, এ দুয়ের মধ্যে যে পটপরিবর্ত্তন হয়, তাহা সত্বর হওয়া প্রয়োজনীয়। নতুবা দর্শকমণ্ডলীর উপরে যে মোহজাল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা শিথিল হইয়া পড়ে, এবং যে ঘটনাপরম্পরায় নাটক রচিত হইয়াছে, দর্শক-মণ্ডলীর চক্ষে তাহা পরস্পর বিশ্লেষিতপ্রায় বোধ হইবার সম্ভাবনা।

দুই অঙ্ক বা দুই গর্ভাঙ্কের মধ্যে যবনিকা পতন হইয়া অভিনয়ের যে বিরাম হয়, সে সময়ে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত হইতে পূর্ব্বসঞ্চারিত রস অপসৃত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বসঞ্চারিত রসের এই অপসরণ নিবারণের নিমিত্ত সঙ্গীতই এক মাত্র উপায়। সেই প্রযুক্ত এই সময়ের সঙ্গীত পূর্ব্বসঞ্চারিত রসের অনুযায়ী হওয়া বিধেয়। প্রায় সর্ব্বস্থলেই এই অতি গুরুতর নিয়ম অবহেলিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* বাঙ্গালা নাটক রচনার উন্নতি।

এতদিনের পরে প্রকৃত নাটক রচনা হইবার সোপান হইয়াছে। কলিকাতায় ন্যাসনাল থিয়েটার নামে একটী নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে টিকিট ক্রয় করিতে হয়। শুনিতেছি টিকিট বিক্রয় করিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের যথেষ্ট লাভ হইতেছে। লাভ হইতে থাকিলেই নাট্যশালা স্থায়ী হইবে। প্রতিযোগী স্বরূপ আরও দুই একটা নাট্যশালা স্থাপিত হইবে। সকলেই আপনাপন দর্শকবর্গেব সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা কবিবে। সেই সঙ্গে অভিনয় কার্য্যেব উন্নতি এবং নাটক বচনাব উৎকর্ষ জন্মিবে।

এত দিন নাটকরচনায় খ্যাতিলাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রলোভন ছিল না। এক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতব প্রলোভনের উপায় হইল। এক্ষণে ভাল নাটকবচনাব দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা হইল। ইহাতে প্রকৃত নাটকবচনাশক্তিব উৎসাহ হইবে। উৎসাহ পাইলেই শক্তিব উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি হইবে, এবং সেই সঙ্গে নাটকরস সম্বন্ধে সর্ব্বসাধাবণের রুচিও উন্নত হইবে। সর্ব্ব-সাধারণের রুচি উন্নত হইলেই আরও ভাল ভাল নাটকের প্রয়োজন হইবে, এবং তাহাতে নাটকরচনাশক্তির আরও স্ফূর্ত্তি জন্মিবে।

অর্থকরী নাট্যশালা সংস্থাপন হইতেই যে সাক্ষাৎ ফল জন্মিবে, তাহা হইতে উল্লিখিত বাঞ্ছনীয় ঘটনার প্রধান আনুকূল্য হইবে।

---

* নাটক ও নাটকের অভিনয় লিখিত হইবার ৭।৮ মাস পরে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

স্থায়ী নাট্যশালা না থাকাতে এক্ষণকার অধিকাংশ নাটক দেখিবার জন্য রচিত না হইয়া কেবল পড়িবারই জন্য রচিত হয়। কাজেই নাটকগুলি প্রকৃত নাটক না হইয়া কেবল উপন্যাস হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে তাহাতে নাটকোচিত রসের অবতারণা না হইয়া এবং নাটকোচিত প্রকৃতি সৃষ্টি না হইয়া এক প্রকার জারজ রসেব অবতারণা হয়, এবং না নাটকোচিত না উপন্যাসের উচিত প্রকৃতি সৃষ্টি হয়। স্থায়ী নাট্যশালা সংস্থাপিত হওয়াতে অনেক নাটকই অভিনীত হইতে পারিবে, নাটক যে কি পদার্থ তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনেকেরই উপলব্ধি হইয়া আসিবে, তাহা নাটক-প্রণেতৃ সম্প্রদায়েরও উপলব্ধি হইবে। এক্ষণকার অধিকাংশ লোকের এবং অধিকাংশ লেখকের সে উপলব্ধি পর্য্যন্ত নাই। জন কয়েক কল্পিত ব্যক্তির কথোপকথন রচনা করিতে পারিলেই অধিকাংশ লোকে ও অধিকাংশ লেখকে নাটকরচনা বলিয়া মনে করেন।

কাব্যরসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অর্থকরী নাট্যশালা সংস্থাপনের শুভফল এই। সামাজিক সম্বন্ধেও ইহার ফল আছে। সময়ে সময়ে চিত্তবিনোদনের অভিলাষ মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ বটে। এক্ষণে সেই চিত্তবিনোদনের উপায় অল্প আছে। অথবা যাহা আছে, তাহাতে প্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। নাট্যশালা হইতে এই গুরুতর অভাবটী মোচন হইবার প্রধান উপায় হইবে। অর্থকরী নাট্যশালার শুভফল এই।

এক্ষণকার অভিনেতৃগণের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকে না। পুরুষেরাই স্ত্রীবেশ করিয়া অভিনয় করে। এটী, অভিনয়ের ত্রুটি

বলিয়া শীঘ্রই বোধ হইবে। সেই বোধের সঙ্গে ত্রুটি মোচনের উপায়েরও অনুসন্ধান হইবে। আবার এক্ষণকার বারবিলাসিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ বা গ্রন্থ লিখিয়াও প্রচার করিয়াছে। অভিনয় করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের অভাব শীঘ্রই দূর হইয়া আসিবে। ইহাতে দর্শকের সংখ্যা বাড়িবে। কিন্তু অনেকের বিপদ ঘটিবে। অর্থকরী নাট্যশালা হইতে সমাজের উপরে এই অশুভ ফল।

নিরবচ্ছিন্ন শুভ ঘটনা কোথাও ঘটে না। অর্থকরী নাট্যশালার শুভাশুভ উভয় প্রকার ফল বিবেচনা করিলে শুভ ফলেরই পরিমাণ অধিক হইবে বোধ হয়। নাটকরচনার উন্নতি হইবে বলিয়াছি, কিন্তু অভিলষিতরূপ উন্নতির বিঘ্নও ঘটিতে পারে। অর্থকরী নাট্যশালা হইলেই নাটকরচনা সর্ব্বসাধারণের রুচির অনুগামী হয়। এ দেশের সর্ব্বসাধারণ বলিতে কি প্রকার পদার্থ বুঝায়, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই জানা আছে। আমাদের মধ্যে অসাধু রুচির প্রবলতা যথেষ্টই আছে। অতএব নাটকরচনার উন্নতি হইলেও তাহার প্রণালী সাধু রুচির যে সম্যক্ সম্মত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এই প্রযুক্ত কাব্যরস সম্বন্ধে যাঁহাদের রুচি পরিমার্জ্জিত, অভিনীত নাটকগুলির দোষ গুণের প্রতি তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ সতর্কতা রক্ষা করা আবশ্যক হইবে। যে স্থলে সর্ব্বসাধারণের রুচি নিকৃষ্ট, যাহাতে সে স্থলে নাটকরচনা সে রুচির অনুগামী না হয়, তাহার যত্ন করা প্রয়োজনীয় হইবে। অতএব

এক্ষণকার সমালোচন প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা বিধেয় হইবে। রসাত্মক রচনার সমালোচন সম্বন্ধে এই সামান্য নিয়ম আছে যে, ভাল রচনার গুণকীর্ত্তন করিতে হয়, মন্দ রচনার বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিতে হয়। সমালোচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সর্ব্ব সাধারণকে রসানুভব বিষয়ে সমর্থ করা। রসানুভব বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত প্রকৃত রসের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই যথেষ্ট। প্রকৃত রস কি তাহা বুঝিলে, কি প্রকৃত রস নহে সে জ্ঞানও জন্মে। প্রকৃত রস কি তাহা না বুঝিলে, অপ্রকৃত রসকে অপ্রকৃত বলিয়া সহস্র বার নির্দ্দেশ করিলেও সে কথা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত বিচক্ষণ সমালোচকেরা সদ্‌গ্রন্থেরই আলোচনা অধিক করেন, অসদ্‌-গ্রন্থের সম্বন্ধে মৌনভাব অবলম্বন করেন। এখনকার নাটকরচনা এই নিয়মেরই অন্তর্গত রহিয়াছে। কিন্তু অর্থকরী নাট্যশালাতে যদি কোন অসাধুরুচি-দূষিত নাটক সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হয়, তাহা হইলে সে নাটকের দোষ যত্নপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা বিজ্ঞ সমালোচক মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইবে। না করিলে, সেই নাটক তজ্জাতীয় অন্য বহুতর নাটকরচনার উত্তেজক হইয়া সর্ব্বসাধারণের রুচি আরও দূষিত করিয়া দিবে, সুতরাং নাটকরচনার বাঞ্ছিতরূপ উন্নতিপথে বিঘ্ন ঘটাইবে।

ভ্রান্তি বিলাস।

এই গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত ঈশ্বব চন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রণীত। বিদ্যাসাগব মহাশয়ের লেখনী প্রসূত গ্রন্থমাত্রেই যাদৃশ সমাদর পূর্ব্বক পাঠ কবা উচিত, আমবা এ গ্রন্থখানি তাদৃশ সমাদর সহকাবে পাঠ কবিয়াছি। পাঠ কবিয়া আমাদিগেব মনে যেরূপ বোধ হইয়াছে, তাহা পাঠক সমাজেব গোচর করিতেছি। এ গ্রন্থ খানি বচয়িতাব স্বকপোলকল্পিত নহে, ইংলণ্ডীয় কবিকুল চূড়ামণি সেক্‌স্‌পীয়র প্রণীত নাটক বিশেষেব উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন কবিয়া রচিত হইয়াছে। কালিদাসেব শকুন্তলা ও ভবভূতিব উত্তররামচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগব মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় যে দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ সৃজন করিয়াছিলেন, সেক্‌স্‌পীয়রকে অবলম্বন করিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা, আমাদিগের কৌতূহল প্রথমে সেই বিষয়েব অনুসন্ধানেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেক্‌স্‌পীয়র পাঠী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই মহাকবি প্রতিষ্ঠিত রত্নাগারে যে সমস্ত অমূল্য রত্নরাশি নিহিত আছে, তন্মধ্যে ভ্রান্তিপ্রহসন নাটকই সর্ব্ব নিকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদ্দেশে সেক্‌স্‌পীয়রের পবিচয় দিবাব নিমিত্ত তদীয় সর্ব্বনিকৃষ্ট নাটক খানি মনোনীত করিয়া আপনার আশয়গত ত্রুটি দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে; কিন্তু সে নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া কেবল আপনাদিগের অদৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী হইয়া

তিনি আমাদিগের কপালগুণে ঘেঁটু পূজার অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিলেন ; বঙ্গকাব্যোদ্যানের শোভা সম্পাদন নিমিত্ত নন্দনকানন ভ্রমণ পূর্ব্বক ভাণ্ডীর বৃক্ষ আনয়ন করিলেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশয় গত ত্রুটি কেবল আপেক্ষিক মাত্র, তাঁহার অবলম্বিত ভ্রান্তি প্রহসন নাটকটী সহস্র নির্গুণ হইলেও মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের বিরচিত কাব্য। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের লেখনীর মুখে ভারতী দেবী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতেন। যে ব্রহ্মবীজ সমুদ্ভূত বেণু বৃক্ষ হইতে মুরারি মুরলী বিনির্ম্মিত হয়, সেই বৃক্ষ হইতেই সেক্‌স্‌পীয়রের লেখনী সংরচিত ছিল। তাদৃশ লেখনীর মুখ হইতে হেলায় যে সমস্ত কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহাও প্রভূত সুধারসাভিষিক্ত। ভ্রান্তি প্রহসন সেক্‌স্‌পীয়রের সর্ব্বনিকৃষ্ট নাটক হইলেও, ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদৃশ লোকের যৎপরোনাস্তি ক্ষমতা প্রকাশের স্থল আছে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি এ বিষয়ে কতদূর সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিচার করাই আবশ্যক।

বাঙ্গালা ভাষায় যত গুলি গদ্য কাব্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যা-সাগর প্রণীত গ্রন্থগুলি সর্ব্বোপরি বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। অথচ তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। সকলগুলি কবি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। অন্য লোকেও এই রূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে

পারিলে, ভ্রান্তি বিলাস সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহারও নিরূপণ হইয়া আসিবে।

বিদ্যাসাগর প্রণীত কোন কাব্যগ্রন্থ পড়িলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রসগ্রাহিতা শক্তির প্রখরতাব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। নিজের কল্পনা শক্তি এত অল্প থাকিয়া কেবল রসানুভাবকতা শক্তির বলে অপরের ভাবকে সম্যক্ পরিমাণে নিজায়ত্ত করিতে পারেন, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লেখকের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের সদৃশ কাহাকেও দেখি নাই। আমরা এমন কথা বলি না যে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের রসগ্রাহিতা শক্তি যেমন প্রখর তেমনি প্রচুর; তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে প্রখরতার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়; প্রচুরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ হইবে, তিনি যেটী বুঝিয়াছেন, সেটী আর কেহ তেমন বুঝিতে পারে নাই। যেখানে অন্য লোকে কেবল ভাবের আভাস মাত্র পাইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহার মর্ম্ম অধিকার করিয়াছেন। যেখানে অন্য লোকের বাণ রাধাচক্রে ঠেকিয়া নিষ্ফল হইয়াছে, সেখানে বিদ্যাসাগর লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক মৎস্যকে সভাতলে কাটিয়া পাড়িয়াছেন। বিদ্যাসাগর ক্ষিপ্রহস্ত নহেন কিন্তু অমোঘ-সন্ধান; বিস্তৃতদর্শী নহেন কিন্তু অব্যর্থদর্শী; স্থল বিশেষে দেখাইয়া না দিলে রসানুভব করিতে পারেন না, কিন্তু রসানুভব হইলে এককালে পরিপ্লুত হয়েন। তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে কোথাও ব্যাকুলতা প্রকাশ নাই, আয়াস প্রকাশ নাই, জটিলতা নাই, ঊষাকালীন মৃদুল আলোক নাই। তিনি সর্ব্বত্রই সমান ধীর,

সমান সমর্থ, সমান মর্ম্মদর্শী ; সর্ব্বত্রই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। অভিনব প্রকাশিত ভ্রান্তি বিলাস গ্রন্থেও এই সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু পাঠকমণ্ডলী যেন এমন বুঝিবেন না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই রচনাপারিপাট্য বাস্তবিকই অনায়াসলব্ধ ও অনন্য-সাধারণ শক্তি সম্পাদিত। গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস পাইতে হয়। তবে কেহ সেই প্রয়াস গোপন করিতে জানেন ; কেহ তাহা জানেন না। সকল হৃদয়েই সম্যক্ পরিস্ফুট ভাবরাশির চতুষ্পার্শ্বে ধূমরাশির ন্যায় অনতিপরিস্ফুট ভাবকলাপের উদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা এই ধূমভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদন্তর্গত বহ্নিভাগ প্রকাশেই তৃপ্ত হয়েন। ধূমরাশি প্রকাশ করিয়া লাভ কি? এই মর্ত্ত্য ভূমিতে ধূমের অপ্রতুল নাই ; বহ্নি সংযোগ দ্বারা লোকে আপনাপন ধূমরাশি প্রজ্বালিত করিয়া হৃদয়াকাশের উদ্দীপন সম্পাদন করিবে বলিয়াই গুরুর অন্বেষণ করে। যাঁহারা মানব হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী বা রসনা চালনা করেন তাঁহারাই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। যাঁহারা আপনার পাণ্ডিত্য বা অনুভাবকতা শক্তির পরিচয় প্রদানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, অথবা হৃদয়মন্দির এককালে উদ্ঘাটিত করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাঁহারা সেই অনতিপরিস্ফুট ভাবরাশি প্রকাশেও যত্নবান হয়েন। চিত্তপটে যে সমস্ত ভাবের অস্পষ্ট ছবি পড়ে লেখনীমুখেও

তাহাদিগের অস্পষ্ট ছবি পড়িবে। এই হেতু তাঁহাদিগের প্রাঞ্জলতা লাভ হয় না, অথচ প্রয়াস প্রকাশেরও ক্রটি থাকে না।

বস্তুতঃ প্রাঞ্জলতা লাভের প্রধান উপায় এই, মমতা রহিত হইয়া আপনার মনোগত ভাবরাশির অনতিপরিস্ফুটাংশ পরিত্যাগ করা। এই মমতারাহিত্য বিদ্যাসাগরে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। বিদ্যাসাগর আপনার কোন ভাগটী আলোকময় বিলক্ষণ বুঝেন; যাহা সমাধা করিতে সমর্থ হইবেন কেবল তাহাতেই হস্তার্পণ করেন। তাঁহার প্রণীত শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তি বিলাস অতি প্রধান কবিগণের নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি ও সেক্‌স্‌পীয়র তিন জনেই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কবি; তিন জনেরই কাব্য আদর্শ স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে অসাধ্য সাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা উদয়ের অবশ্য সম্ভাবনা। বিদ্যাসাগরের মনে কখন যে তাদৃশ অনুচিত আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় নাই একথা অসম্ভব; কিন্তু তিনি অবিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের মত সে অনুচিত আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে দেন না; অঙ্কুর অবস্থাতেই তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভারতী দেবীর উপাসক তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রেই এই সংযমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য; এ সংযমন বিনা কাহারও দেবীর মন্দিরে প্রবেশেরই অধিকার জন্মে না। এই সংযমন অভ্যাস আমাদিগের অপরাপর গ্রন্থকারের অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। বিধাতা তাঁহাকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোন অংশ অনতিপরিস্ফুট থাকিতে পারে নাই।

তাঁহার প্রকৃতি যেখানে কুসুমিত হইয়াছে, সেখানে দল অনুদল সমেত পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত; যেখানে কুসুমিত হয় নাই, সেখানে মুকুল নির্গমের চিহ্নও পাওয়া যায় না। তাঁহার কুত্রাপি উষাকালীন অল্পপ্রকাশ জ্যোতিঃ নাই। যেখানে জ্যোতিঃ প্রকাশ আছে, সেখানে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ; যেখানে জ্যোতিঃ নাই, সেখানে অমারজনীর আবির্ভাব। ইংরাজী উপদেশে উপদিষ্ট ব্যক্তিদিগের ন্যায় তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন দেখেন না, তিনি বিষয় ভেদে অক্ষুণ্ণ চেতনাবস্থ, কিম্বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকেন।

বিদ্যাসাগর যখন যে কাব্য রত্নাকর হইতে রত্ন উদ্ধরণে ব্রতী হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়ই গভীর জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূল সন্নিহিত জলভাগে বিচরণ করিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতি হইতে দুই চারিটী গভীর জলশায়ী মণি মুক্তা আহরণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রের বেলায় তিনি হাঁটু জলের বাহিরে যাইতে সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে কে অবমাননা করিবে? এ বঙ্গভূমিতে যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন একজন ব্যতীত তাঁহাদিগের মধ্যে আর কেহ বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা অধিক সাহস প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন অথবা সাহস প্রকাশ করিলেও কৃতকার্য্য হইতেন আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক সমুদায়ের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলন করিয়া বিখ্যাত চার্লস্‌ ল্যাম্ব্‌ যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, আমরা তাহা মিলাইয়া দেখিলাম, তিনি বিদ্যাসাগরের মতও

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ কথা যথার্থ বটে যে, চার্ল্‌স্‌ ল্যাম্বের তাদৃশ উপাখ্যান সঙ্কলন বিষয়ে অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, কিন্তু যদি তিনি আপনাকে মূল গ্রন্থের ভাবরাশির আবির্ভাবনে সমর্থ জ্ঞান করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই। আর দুই এক স্থলে তাদৃশ চেষ্টার লক্ষণ পাওয়াও যায়, কিন্তু কোথাও বিদ্যাসাগরের চতুর্থাংশের একাংশও কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধ হয় না। অতএব বিদ্যাসাগরকে কাপুরুষ জ্ঞানে যাঁহাদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কালিদাস সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণের ভাবরাশি সম্যক্‌ আয়ত্ত করিয়া ভাষান্তরিত করা সেক্‌স্‌পীয়র ও কালিদাসের হইতেও অধিক ক্ষমতা সাপেক্ষ।

অতএব সাধ্যাতীত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্যই ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে তিনি সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বিকৃতি জন্মাইয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তিনি যে সমস্ত মহাগ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত নায়ক নায়িকাগণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বত্রই এই প্রকৃতিগত ভেদের বিপর্য্যয় করিয়া সমস্ত নায়কনায়িকাকে সমপ্রকৃতিক বা অপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নায়ক নায়িকার বর্ণনা বিষয়ে আমাদিগের দেশী চিত্রকর ও প্রতিমাকারের নিকট উপদেশ লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রাজা, সমস্ত রাণী, সমস্ত ঋষিগুলি এক গড়নের, সকলেই

অভিন্ন অবয়ব। তাঁহার কার্য্যালয়ে যে দুই চারিটী মাত্র ছাঁচ আছে তিনি তদ্দ্বারাই সর্ব্ববিধ প্রতিমার গঠন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মহা মহা কবিগণের গ্রন্থে হস্তার্পণ না করিয়া কেবল আরব্য উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যবহারে কোন দোষ স্পর্শিত না; কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত, কণ্বমুনি, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, জানকী, রামচন্দ্র, চিরঞ্জীব, কিঙ্কর এ সমস্তের তাদৃশ আদর্শ পাইয়া সকলকেই প্রকৃতিব্যঞ্জক অবয়ব রহিত কাষ্ঠ পুত্তলীর মত যে সৃজন করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে দোষী না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

যদি কেহ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাটক প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় নহে, কেবল মাত্র উপাখ্যান ভাগ লিখিবার অভিপ্রায়, অতএব নাটকোচিত প্রকৃতিভেদ রক্ষা না করাতে তাঁহাকে দোষ অর্হে না। এ আপত্তিতে আমাদিগের এই উত্তর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাদৃশ নিকৃষ্ট আশয় হইলে আর পাঁচ জনের মত লিখিয়া যাইতেন; চারল্‌স্‌ ল্যাম্ব যেরূপ উপন্যাস মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিতেন। নাটকের মত কথোপকথন না করাইয়া কেবল মাত্র বৃত্তান্ত দিয়া যাইতেন, মূলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ঘটনা গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তিগণের প্রকৃতির পরিচয় দিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমস্তকে পরিত্যাগ করিতেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞাপনে আপনার অভিপ্রায়ের যতই লঘুতা প্রকাশ করুন না কেন, উপন্যাস লেখা যে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় নহে, যথাসাধ্য নাটকের প্রতিমা সৃজন করাই যে তাঁহার

প্রকৃত অভিপ্রায়, তাহা সদ্বিচারক মাত্রেরই হৃদ্বোধ হইবে। ঈদৃশ অভিপ্রায় সত্বে তিনি যে নাটকোচিত প্রকৃতিভেদ উচ্ছেদন পূর্ব্বক সকল গুলিকেই কাঠের পুতুল প্রস্তুত করবেন, সকল গুলিকেই এক নাক, এক চোক, এক আকার প্রদান করবেন, এটী তাঁহার সদৃশ রসজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা সময়ে বলিয়াছি, ক্রিয়া উপস্থিত হইলে বিধাতা যাহাকে যেমন সামর্থ্য দিয়াছেন, তদনুসারে কেহ দানসাগর করে, কেহ তিলকাঞ্চন করে। তাহাতে প্রশংসা আছে কিন্তু নিন্দা নাই। কিন্তু যদি কেহ দানসাগরের সঙ্কল্পে তিলকাঞ্চনের ব্যাপার করে, তাহাকে অবশ্যই দোষ দিতে হইবে।

উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। নাটকের উপাখ্যান মহাকাব্যের উপাখ্যানের মত নহে। কিঞ্চিৎ অংশে প্রকাশিত থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশই নানা স্থান ও নানা লোকের মুখ হইতে সঙ্কলন করিয়া লইতে হয়। যে দুই এক স্থানে ফাঁক থাকিয়া যায়, সেখানে আপনার কল্পনাভাণ্ডার হইতে পূরণ করিয়া দিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ সঙ্কলন কার্য্যে অতি পারদর্শী ও সর্ব্বদাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত উপাখ্যান প্রায় কুত্রাপি নীরস হয় না, খালিও থাকে না। বালকের শরীর যেমন শোণিত রসের প্রাচুর্য্য বশতঃ পরিপুষ্ট ও গোল থাকে, বিদ্যাসাগরের উপাখ্যান সমস্ত তেমনি রসের প্রাচুর্য্য বশতঃ ষোলকলায় পূর্ণ থাকে।

ভাষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। এমন মার্জ্জিত পবিত্র বাঙ্গালা আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হয় না। যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগের বাঙ্গালায় অনেক স্থলে ইংরাজী দোষ থাকিয়া যায়। যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা রচনায় অনেক স্থলে সংস্কৃত দোষ থাকিয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই দোষের বিপর্য্যয়ও ঘটে। অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞদিগের ভাষায় ইংরাজী দোষ ইংরাজীবিৎদিগের ভাষায় সংস্কৃত দোষ জন্মে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতে ভ্রমেও সংস্কৃত কি ইংরাজী দোষ কলুষিত ভাষা বিনির্গত হয় না। ইঁহার রচনা বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ স্বরূপ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝিয়া চলেন, কি পদ্য কি গদ্য রচনাকার মধ্যে আর কেহই তেমন বুঝিয়া চলিতে পারেন না।

বিদ্যাসাগর গল্প রচনা ভিন্ন অন্য কিছু রচনা করেন না এই কথা বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার ভাষাশক্তির অবমাননা করিয়া থাকেন। গল্প রচনা ভিন্ন বিদ্যাসাগর অন্য কিছু রচনা করেন নাই এমন নহে। তাঁহার প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক, ও সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, গল্প রচনা নহে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ তাঁহার লেখনী প্রসূত না হইলেও, তাঁহার বাঙ্গালা কেবল উপন্যাসোপযোগী বলিয়া অবমানিত হইতে পারে না। প্রতিপাদ্য বিষয়ের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে কবিত্ব ও প্রজ্ঞাশক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিবেচনা হইতে পারে; ভাষা শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ

প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত ভাষার উপযোগিতা মাত্র ধরিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। ভাষার কার্য্য মনোগত ভাবটী ঠিক প্রকাশ করা; মনোগত ভাবটী ক্ষুদ্র হইলে ভাবুকতা অংশে হীনতা প্রকাশ হইবে, বৃহৎ হইলে ভাবুকতা অংশে গৌরব হইবে; কিন্তু তাহাতে ভাষাশক্তির লাঘব গৌরব হইবে না। মনোগত ভাব যেরূপই হউক না কেন, তৎপ্রকাশের প্রতি ভাষার উপযোগিতা থাকিলেই ভাষা শক্তির গৌরব প্রকাশিত হয়।

———

বঙ্গ সুন্দরী কাব্য।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত বঙ্গ সুন্দরী কাব্য আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই কাব্যখানি মনোযোগ পূর্ব্বক প্রায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ১০।১১ বৎসর হইল মেঘনাদ বধ ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রূপে ভারতী দেবী বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই রূপ জনগণের নিকট বিশিষ্ট পূজ্য হইয়াছে বলিয়া মহা রব উঠিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেই মূর্ত্তির যে প্রকার বিকৃত অনুকরণ দেখিতেছিলাম, তাহাতে বঙ্গ সমাজে ভারতী দেবীর আন্তরিক পূজা লাভ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এই হেতু আমরা নব নব গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে সচকিতনেত্র ছিলাম, ও সেই হেতু বঙ্গ সুন্দরী কাব্য পাইয়া আমরা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি।

ভারতী দেবীর মূর্ত্তি দ্বিবিধ ও তাঁহার অর্চ্চনাও দ্বিবিধ। তিনি কখন স্থূলদেহ ধারণ করিয়া স্থূল উপকরণের পূজা গ্রহণ করেন, কখন ছায়ারহিত পলকশূন্য দৈব শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের মানসপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন। শারদীয়া ভগবতীর ন্যায় তিনি কখন স্থূল বাহনে অবতীর্ণ হয়েন; কখন —

"সৌর খরতর করজাল সঙ্কলিত"

সিংহাসনেও অবতীর্ণ হয়েন। কাব্যরচনার এই দ্বিবিধ প্রণালীর মধ্যে শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা বঙ্গ সুন্দরী কাব্য বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িয়াছি।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে দুই এক জন এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার মত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া কেবল ইংরাজী কাব্য বিশেষের অনুকরণ আকাঙ্ক্ষামাত্র বোধ হইয়াছিল; কাব্য রচনা যে অনুকরণাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন মানসিক শক্তির সাপেক্ষ, তাঁহাদিগের এ জ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ। শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাদৃশ কাব্য প্রণেতাদিগেব অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বিবেচনা করিতে হইবে।

কোন নূতন বা পুরাতন সাহিত্য গ্রন্থের গুণাগুণ বিবেচনা করিতে হইলে কোন কোন লোকে আপাততঃ তাহার ভাষার রচনার পরীক্ষা কবেন। পূর্ব্বে এই প্রথাটী অতি বলবৎ ছিল; এক্ষণে লজ্জা বা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক এই প্রথাটী ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। এক্ষণে অধিকাংশ লোকে বিচার্য্য গ্রন্থের ভাবকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিচার পদ্ধতির এই পরিবর্ত্তটী শুভকর ও উন্নতিশীল বটে; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। একদা কোন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ লোককে নূতন নূতন প্রণীত কাব্য বিশেষের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন, কাব্যখানি মণিমুক্তা প্রবালাদি রত্নের ভাণ্ডেব সদৃশ, কিন্তু কৌশলরচিত রত্নমালার সদৃশ নহে। আমরা এক্ষণে অল্পে অল্পে রত্ন প্রকৃত কি কৃত্রিম চিনিতে পারিতেছি বটে, কিন্তু বিচার্য্য গ্রন্থটী রত্নের ভাণ্ড কি মালা সে বিষয়ে দৃষ্টি করিতে শিখি নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যের

অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি; কিন্তু দুই এক জন ভিন্ন কে কোথায় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমেত সর্ব্বাবয়বঘটিত বিচার করিয়া থাকেন?

মনুষ্যের কীর্ত্তি এই উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে বিচারিত হওয়া উচিত। যেমন হর্ম্ম্য বিশেষের সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্য বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তদবয়ব সম্বন্ধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযোগিতার বিচার করা উচিত; যেমন পরিধেয় অলঙ্কারের শিল্পকারিতা বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তদুপকরণ সমুদয়ের পরস্পর ও সর্ব্বসাকল্য সম্বন্ধে যথাযোগ্যতার বিচার করা উচিত, তেমনি গ্রন্থ বিশেষের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কেবল তদন্তর্গত ভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সমুদয় অবয়ব পর্য্যন্ত দৃষ্টি চালনা করা কর্ত্তব্য। এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে গ্রন্থের স্থূল অবয়ব, উপকরণ সন্নিবেশ, ভাবগ্রন্থি, ও ভাষাব্যবহার এই সকলের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে, ও এই পদ্ধতি অনুসারে আমরাও বঙ্গ সুন্দরীর গুণাগুণ বিচার করিব।

আমাদিগের চক্ষে বঙ্গ সুন্দরী উৎকৃষ্ট কাব্য নহে; তথাপি উপরি উক্ত রূপ বিচারে যে পরিশ্রম আবশ্যক, বঙ্গ সুন্দরী কাব্য সম্বন্ধে আমরা তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি। তাহার কারণ, ইহার প্রচার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্টতর প্রণালীর দ্বার এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। গ্রন্থ প্রণেতা ইংরাজী-বিদ্যা-বিশারদ; ইংরাজী-বিদ্যা-বিশারদ মণ্ডলীতে তাঁহার কাব্য বিশেষ আদৃত হইবার সম্ভাবনা; তিনি নব্য, সৎপরামর্শে তাঁহার অধিকার

আছে; তাঁহার গ্রন্থে অনেক ভাল সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা ভবিষ্যতে আরও ভাল সামগ্রী পাইবার প্রত্যাশাপন্ন।

মূল প্রণালী সম্বন্ধে এ গ্রন্থের প্রশংসা করা হইয়াছে। সর্ব্বাবয়ব সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। গ্রন্থ প্রতিপাদকের অভিপ্রায়—

"বঙ্গ বালা চিরপরাধিনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই সপ্ত বঙ্গসীমন্তিনী।
চিত্রিতে এঁদের দেহ মন'

কাব্যকর্ত্তা কি জন্য এই সাত জন স্ত্রীকে বর্ণনার নিমিত্ত মনোনীত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোক জীবনের অবস্থাভেদে কি প্রকার ভাব সম্পন্ন হয়, যদি তাঁহার তাহা দেখাইবার অভিপ্রায় থাকিত, তবে এই তালিকার মধ্যে প্রসূতি গৃহস্বামিনী আদি কয়েক জন স্ত্রীর সন্নিবেশিত হইবার অধিকার ছিল। ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থে যে সমস্ত নারী মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ গঠিত হইয়া থাকে, যদি গ্রন্থকার সেই সমস্ত সঙ্কলন পূর্ব্বক একটী প্রতিমাপঞ্জরে সাজাইবার অভিপ্রায় করিতেন, তাহা হইলে তপস্বিনী ও বীরাঙ্গনাদি কতিপয় স্ত্রীর ঐ তালিকায় প্রবেশের অধিকার ছিল। ফলতঃ, এই কয়েক জন অঙ্গনা পরস্পর কোন সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত নহে; গ্রন্থকার কেবল মাত্র একে একে বর্ণনা

করিবার নিমিত্ত গুটি কতক নারী কল্পনা করিয়াছেন। তিনি রত্নমালা রচনা না করিয়া সাতখানি রত্ন কৌটা প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এরূপ সঙ্কল্প করাতে আমরা তাহাকে দোষ দিই না। গ্রন্থকারেরা যদৃচ্ছা সঙ্কল্পে রচনা করিতে পারেন, সঙ্কল্প বৃহৎ হইলে তন্নিবন্ধন প্রশংসা পান; সঙ্কল্প ক্ষুদ্র হইলে তন্নিবন্ধন প্রশংসার অধিকারী হয়েন না এই মাত্র, নতুবা কোন দোষ হয় না। কেহ দান সাগর করে, কেহ তিলকাঞ্চন করে, তাহাতে কোন দোষ নাই; দান সাগর সঙ্কল্পে তিলকাঞ্চনের ব্যাপার হইলেই দূষণীয়।

কিন্তু গ্রন্থকার যে তিলকাঞ্চনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাতেই বা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন? তাঁহার প্রণালী এইরূপ, নাটক রচনার পদ্ধতির মর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কোন একটী বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার বর্ণনা করিয়া সেই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মনোনীত অঙ্গনাগণকে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। যথা করুণা সুন্দরীকে বর্ণনার পূর্ব্বে একটা গৃহদাহের ব্যাপার কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ করুণা সুন্দরীকে কোন নিকটস্থিত বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান করাইয়া তাঁহার তাৎকালিক মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণালী অতি সুন্দর ও তন্নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তাকে আমরা শত সাধুবাদ দিই। কিন্তু এই নাটকোচিত অবস্থার সম্যক্ আবির্ভাবে তিনি কুত্রাপি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহার কল্পনা শক্তি আছে, কিন্তু ভাল পরিস্ফুট নহে।

ভাবুকতাবিষয়ে গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতে হয়। তিনি রাশীকৃত ভগ্ন কাচের মধ্যে দিব্য দিব্য রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন। এই রত্নগুলি অতি কোমল ও মধুরজ্যোতিঃ। বহু কবিগণ মধ্যে এমন কেহ নাই যে ইহাদিগকে শ্লাঘাপূর্ব্বক গলে পরিধান করিতে না পারেন। পাঠক বর্গ অনায়াসে চিনিতে পারিবেন।

ছন্দটী বড় কোমল, বড় মিষ্ট, কিছু চুট্‌কী; বৃহৎ পুস্তকের উপযোগী নহে।

গ্রন্থকারের রচনা সকল স্থানে প্রাঞ্জল নহে। প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে তাঁহার আকাঙ্ক্ষারও কিছু অসদ্ভাব দেখায়। আর তাঁহার রচনাতে যেমন মধ্যে মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়, আবার মধ্যে মধ্যে তেমনি তাহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্যকর্ত্তা দিগের কল্পনা শক্তি কিছু আদ্যোপান্ত সমান বলবতী থাকে না। তাঁহারা কখন কখন উড্ডীন হইয়া চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠেন, আবার বিশ্রামের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে পৃথ্বীতলে অবরোহণ করেন; কিন্তু বঙ্গ সুন্দরী কর্ত্তা সাবধানতা পূর্ব্বক অবরোহন করিবার কৌশল জানেন না। তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ করি, কোন গ্রন্থ রচনা করিবার পূর্ব্বে সুকবি বিশেষের আচরণ ও কৌশল সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন; তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। যে সময়ে কল্পনা শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে সময়ে সদ্বিবেচনা ও সাধুরুচির সাহায্য লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।